সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
# আরাফাত
مجلة
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ
সংখ্যা: ৩৫-৩৬
১৬ জুন ২০২৫
সোমবার

ইস্ট লন্ডন মসজিদ: ব্রিটেন

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

# আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

**প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)**

**সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)**

## গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

## ব্যাংক একাউন্টসমূহ

**বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

**বিকাশ নম্বর**
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

**সাপ্তাহিক আরাফাত**
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

**মাসিক তর্জুমানুল হাদীস**
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।


**আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?**
**তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক**

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

**ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ**

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র


مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

# সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৬
✱ সংখ্যা : ৩৫-৩৬
✱ বার : সোমবার

◈ ১৬ জুন-২০২৫ ঈসায়ী
◈ ০২ আষাঢ়-১৪৩২ বাংলা
◈ ১৯ যিলহাজ্জ-১৪৪৬ হিজরি



সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারূক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী



যোগাযোগ

**সাপ্তাহিক আরাফাত**

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সম্পাদক | : ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬ | বিপণন অফিসার | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০ |
| সহযোগী সম্পাদক | : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ | কম্পিউটার বিভাগ | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭ |
| ব্যবস্থাপক | : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১ | টেলিফোন | : ০২-৭৫৪২৪৩৪ |

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat


মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

## مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين


### গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

| দেশ | বার্ষিক | সান্মাসিক |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৭০০/- | ৩৫০/- |
| দক্ষিণ এশিয়া | ২৮ U.S. ডলার | ১৪ U.S. ডলার |
| এশিয়ার অন্যান্য দেশ | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| সিঙ্গাপুর | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই | ৩০ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| মধ্যপ্রাচ্য | ৩৫ U.S. ডলার | ১৫ U.S. ডলার |
| আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ | ৫০ U.S. ডলার | ২৬ U.S. ডলার |
| ইউরোপ ও আফ্রিকা | ৪০ U.S. ডলার | ২০ U.S. ডলার |

### “সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

### “সাপ্তাহিক আরাফাত”

**অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫**

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

# সূচিপত্র


- **সম্পাদকীয়** .................... ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **দুশ্চিন্তা ও হতাশার কিছু নেই; অপেক্ষা করছে মহাসাফল্য!**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৫
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **আমানতের খেয়ানতকারীর ঈমান নেই**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৯
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **মুহাররম ও আশুরা : গুরুত্ব, করণীয় ও বর্জনীয়**
    আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ- ১৪
  - ❖ **দু‘আ : একটি পর্যালোচনা**
    অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ- ২০
- **আলোকিত জীবন :**
  - ❖ **দীপ্ত পুরুষ ফাত্হে কাদিয়ান সানাউল্লাহ অমৃতসরী**
    নাঈম বিন উবায়দুল্লাহ- ২৫
- **কাসাসুল কুরআন :**
  - ❖ **আসহাবে কাহাফের ঘটনা**
    আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৭
- **বিশেষ মাসায়িল :**
  - ❖ নফল ‘ইবাদত কী সত্যিই ফযীলতপূর্ণ?
    আরাফাত ডেস্ক- ২৮
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - ❖ **বাবা, তুমিই সেরা**
    মো. কায়সার আলী- ৩০
- **আত্মগঠন :**
  - ❖ **ইব্রা-হীমী চেতনা**
    আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ৩৩
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **আদর্শ শিক্ষকের পরিচয় ও জাতির কাণ্ডারী**
    মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)- ৩৪
- **পরিবেশ-প্রকৃতি :**
  - ❖ **প্রাকৃতিক রসগোল-া লিচু**
    এম. কে. আলী- ৩৬
- **তথ্য-প্রযুক্তি** .................... ৩৮
- **কবিতা** .................... ৩৯
- **জমঈয়ত সংবাদ** .................... ৪০
- **শুব্বান সংবাদ** .................... ৪৩
- **স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা** .................... ৪৫
- **প্রচ্ছদ রচনা** .................... ৪৭

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

সম্পাদকীয়

# ধর্মের নামে স্বার্থসিদ্ধি ও আমাদের চেতনার দায়

*আধুনিক সমাজে ধর্মের পবিত্র নামের আড়ালে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। ধর্মীয় আবরণে অনেকেই আজ নিজেদের আসল পরিচয় আড়াল করে ভক্ত-অনুসারীদের সামনে অভিনয় করে চলেছেন। এ এক ভয়ংকর প্রতারণা– যা শুধু সমাজের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং ধর্মের প্রকৃত আদর্শের সঙ্গেও সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলাম আমাদের শেখায়– সততা, ইনসাফ, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবসেবা। এখানে ত্যাগের মর্যাদা ভোগের চেয়ে অনেক উঁচুতে। কিন্তু আজ কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এই মহৎ শিক্ষাকে বিকৃত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার বানিয়ে ফেলেছে। ধর্মকে তারা পরিণত করেছে বিভাজন, বিদ্বেষ ও সহিংসতার মঞ্চে– যা সমাজের শান্তি ও ঐক্যের মূলে আঘাত হানে।*

*বিশেষ করে কিছু ধর্মীয় নেতা এখন দ্বীনী দায়িত্ব থেকে সরে এসে পদ, অর্থ ও প্রভাবের পেছনে ছুটছেন। অথচ ইসলামী নেতৃত্বের মূল দায়িত্ব হলো মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং নৈতিকতার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠা। যখন এই মহান দায়িত্বকে কেউ ব্যক্তিস্বার্থের যন্ত্র বানিয়ে ফেলে, তখন তা ধর্মের প্রতি এক ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে দাঁড়ায়। এমনও দেখা যায়– কেউ কেউ ধর্মের নামে ভক্তদের আবেগকে পুঁজি করে নিজের বিরুদ্ধের যেকোনো সমালোচনাকে দমন করতে চান। এতে সাধারণ মানুষের মনে হতাশা জন্ম নেয়, আস্থা নষ্ট হয় এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ক্ষয়ে যায়। সমাজে সৃষ্টি হয় এক শূন্যতা– যা সুস্থ দ্বীনী পরিবেশের জন্য মারাত্মক বিপদ।*

*আমাদের সমাজে শান্তি, ঐক্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে জরুরি হয়ে পড়েছে– ধর্মীয় নেতৃত্ব যেন শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে; ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার বা ক্ষমতার মোহে নয়। ইসলাম যে শিক্ষা দেয়– সহনশীলতা, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও ঐক্য– তা-ই হোক আমাদের পথচলার পাথেয়। আজকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ব্যক্তিজীবনে বাস্তবায়ন করা। এজন্য প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যারা সৎ, জ্ঞানী, নৈতিক এবং নিষ্ঠাবান– যারা নিজেদের সম্মানকে মানুষের সেবা ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করবেন।*

*আমরা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহ্বান জানাই– ধর্মকে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার বানাবেন না; বরং ধর্ম হোক জীবনের আলো, ন্যায়ের প্রতীক এবং শান্তির পথপ্রদর্শক। আসুন, আমরা ধর্মের সঠিক পরিচয় সমাজের সামনে তুলে ধরি– একতা ও সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে দিই। আজ ধর্ম– যার হওয়া উচিত ছিল মানবতা ও ন্যায়ের আলোকবর্তিকা– ব্যবহৃত হচ্ছে বিভ্রান্তি ও ক্ষমতালিপ্সার হাতিয়ার হিসেবে। ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে অনেকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজে নেয়। এমন বাস্তবতায় এখন সবচেয়ে জরুরি– নীতিগত ও নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করা।*

***প্রথমত:*** *ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য আমাদের পিছিয়ে দেয়। শ্রদ্ধা থাকা উচিত, তবে সেই শ্রদ্ধা হোক সচেতন, যুক্তিবাদী এবং বিচক্ষণ। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হলেও তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন; বরং তাঁকে বিচার করতে হবে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার মানদণ্ডে।*

***দ্বিতীয়ত:*** *আত্মসমালোচনার সংস্কৃতি আমাদের সমাজে ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের কাছে প্রশ্ন রাখা দরকার– আমরা কতটা মানবিক? আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কি সত্যিই আচরণে প্রতিফলিত হয়?*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

*তৃতীয়ত: ধর্মকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। ধর্ম যেন না হয় রাজনীতি, ব্যবসা কিংবা আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার; বরং তা হোক সমাজগঠনের প্রেরণা ও নৈতিক পথনির্দেশক।*

*আমরা ভুলে যাচ্ছি– ধর্মের নামে অন্যায় হলে, তা চুপচাপ মেনে নেওয়া কোনো ধর্মীয় গুণ নয়; বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত ও সাহসিক প্রতিবাদই প্রকৃত ধার্মিকতার প্রতিফলন। এই উপলব্ধি সম্ভব কেবল প্রকৃত দ্বীনী জ্ঞান ও সঠিক বোধের মাধ্যমে– যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গড়ে উঠে। এই সংকট মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের নামে অপব্যাখ্যা, হিংসা ও লোভের যে ছায়া বিস্তার করছে– তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সমাজভিত্তিক পাঠচক্র, সেমিনার ও আলোচনা সভার মাধ্যমে দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে। সৎ, নিষ্ঠাবান ও মানবিক নেতৃত্বের সংকট এখন স্পষ্ট। যারা নীরবে সমাজে সেবা করে যাচ্ছেন– তাদের চিনে নিতে হবে, সমর্থন দিতে হবে এবং সামনে আনতে হবে। পাশাপাশি পরিবার থেকেই ধর্মীয় সহনশীলতা, নৈতিকতা ও মানবিকতার বীজ বপন করতে হবে।*

*সবশেষে, শান্তিপূর্ণ, যুক্তিনির্ভর ও বিবেক-জাগানিয়া প্রতিবাদ যেন ধর্মপ্রাণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। কেবল এমন প্রতিবাদই পারে সমাজকে ফিরিয়ে আনতে সত্য, ন্যায় ও মানবতার পথে। আজকের এই চরম বাস্তবতায়, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মূল শিক্ষা– সহনশীলতা, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও ঐক্য– পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ পথে চাই আল্লাহভীরু, জ্ঞানী ও নৈতিক নেতৃত্ব; পাশাপাশি সচেতন, শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল নাগরিক।*

*আসুন, আমরা চাই– ধর্ম হোক বিভেদের নয়; বরং বন্ধনের শক্তি। আর মানবতা হোক সকল ধর্মচর্চার কেন্দ্রবিন্দু।* ☒

## উদাত্ত আহ্বান

**জমঈয়তে আহলে হাদীস** এ উপমহাদেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে এ উপমহাদেশের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও যুগশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস উলামায়ে কিরাম জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

অতএব **সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান!** সর্বপ্রকার আমিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, দলাদলি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ তথা দল এবং বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে এক ও অবিভক্ত উম্মাহ গঠনের লক্ষ্যে জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ফিতনামুক্ত এবং তাক্বওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করার তাওফীক দান করুন –আমীন।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

## আল কুরআনুল হাকীম

# দুশ্চিন্তা ও হতাশার কিছু নেই; অপেক্ষা করছে মহাসাফল্য!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

### আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

### সরল বঙ্গানুবাদ

"জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা।"[১]

### গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দার্থ

أَلَا -জেনে রাখো/শুনে নাও? إِنَّ -নিশ্চয়। أَوْلِيَاءَ (أَوْلِيَاءَ [আওলিয়া] শব্দটি আরবি ولي [ওলী] শব্দের বহুবচন) -নিকটবর্তী হওয়া, দোস্ত ও বন্ধু হওয়া। لَا خَوْفٌ -কোনো ভয় নেই। عَلَيْهِمْ -তাদের উপর/তাদের জন্য। وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -আর তারা চিন্তিতও হবে না। الَّذِيْنَ -যারা। آمَنُوْا -তারা বিশ্বাস করেছে। وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ -আর তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে। لَهُمُ -তাদের জন্য। الْبُشْرَى -সুসংবাদ। فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -দুনিয়ার জীবনে। وَفِي الْآخِرَةِ -এবং পরকালে। لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ -কোনো পরিবর্তন নেই। لِكَلِمَاتِ اللهِ -আল্লাহর বাণীসমূহের। ذٰلِكَ هُوَ -এটাই হচ্ছে সেই। الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -মহা সফলতা।

### সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াত তিনটি কুরআনুল কারীমের ১০ নং সূরা, সূরায়ে ইউনুস থেকে নেয়া হয়েছে। এ আয়াতগুলো সূরার ৬২ থেকে ৬৪ নং আয়াত।

### আলোচ্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধু (ওলী) এবং তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। মহান আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের গুরুত্ব এবং তাঁর বন্ধুদের পরিচয় উল্লেখপূর্বক ফলস্বরূপ তাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় হতাশামুক্ত জীবন এবং পরকালে অফুরন্ত কল্যাণের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

### আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

"জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"

**ব্যাখ্যা :** এখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর বন্ধু বুঝাতে أَوْلِيَاءَ (আওলিয়া) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এটি আরবি ولي (ওলী) শব্দের বহুবচন। অর্থ- নিকটবর্তী হওয়া এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। শরিয়তের পরিভাষায়– ওলী বলতে বুঝায় ঐ সকল মু'মিন ব্যক্তিগণকে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থেকে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, মহান আল্লাহর ওলী হচ্ছে ঐ লোকেরা যারা সদা-সর্বদা তাঁর স্মরণ ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। ইবনু

---

*এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

‘আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করে– হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মহান আল্লাহর ওলী কারা? উত্তরে তিনি বললেন, তারা হচ্ছে– ওরাই যাদেরকে তুমি দেখতে পাও যে, তারা মহান আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন রয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যারা নবীও নয় এবং শহীদও নয়। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নিকট তাঁদের মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগণ তাদের উপর রিশক (আকাঙ্খা) করবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তারা কারা? উত্তরে তিনি বললেন : তাঁরা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা শুধু মহান আল্লাহর মহব্বতে একে অপরকে মহব্বত করেছে (ভালোবেসেছে)। তাদের মধ্যে নেই কোনো মালের সম্পর্ক এবং নেই কোনো বংশের সম্পর্ক। তাদের চেহারা হবে নূরানী (উজ্জ্বল) এবং তারা নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। যখন মানুষ ভয় পাবে, তখন তাদের কোনো ভয় হবে না এবং মানুষ যখন দুঃখে থাকবে তখনও তাদের কোনো দুঃখ ও চিন্তা থাকবে না। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন :

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

“জেনে রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলীদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।”

যাদের কোনো ভীতি বা আশংকার কারণ নেই। আশংকা বা ভীতির সম্পর্ক ভবিষ্যতের সাথে এবং বিষণ্নতা ও চিন্তার সম্পর্ক অতীতের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু তাঁদের পার্থিব জীবন আল্লাহ-ভীতির সাথে অতিবাহিত হয়ে থাকে, ফলে কিয়ামতের ভয়াবহতায় তাঁদের সে রকম ভয় থাকবে না, যেমন অন্যদের থাকবে; বরং তাঁরা নিজ ঈমান ও তাক্বওয়ার কারণে মহান আল্লাহর রহমত ও বিশেষ দয়ার আশাবাদী এবং তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণকারী হবেন। অনুরূপ পৃথিবীতে তাঁরা যা কিছু ছেড়ে যাবেন অথবা পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভে বঞ্চিত থাকার ফলে তাঁদের কোনো দুশ্চিন্তা ও আফসোস হবে না। এর দ্বিতীয় এক অর্থ এই যে, পৃথিবীতে তাঁদের আকাঙ্খিত যে সব বস্তু তাঁরা অর্জন করতে পারেনি তার জন্য তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করবে না, কারণ তাঁরা জানে যে, এসব কিছু মহান আল্লাহর ফয়সালা ও ভাগ্যের ব্যাপার। তাঁরা সর্বদায়ই মহান আল্লাহর ফয়সালার উপর খুশি ও সন্তুষ্ট থাকে। মহান আল্লাহর ওলীদের সাথে কখনো দুশমনি করতে নেই, তাদের মর্যাদা অনেক। এ প্রসংগে একটি হাদীস– যেটি এ আয়াতের একটি উত্তম ব্যাখ্যা হতে পারে। হাদীসটি সহীহুল বুখারীর কিতাবুর রিক্বাক-এর বাব-উ-তাওয়াযো পরিচ্ছেদে, হাদীস নং- ৬৫০২। হাদীসটি হাদীসে কুদসী। আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে দুশমনি রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফর্‌য করেছি, তা দ্বারাই কেউ আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ‘ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়, তবে নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তা করতে কোনো দ্বিধা করি-না, যতটা দ্বিধা করি মু’মিন বান্দার প্রাণ নিতে।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি।

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে।"

**ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর ওলীদের দু'টি গুণ উল্লেখ করে তা দ্বারা তাঁদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের সে গুণদু'টি হলো– ঈমান ও তাক্বওয়া। আর একথা সুস্পষ্ট যে, ঈমান ও তাক্বওয়া বা পরহেযগারীই হচ্ছে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মূল ভিত্তি এবং একমাত্র উপায়। এই হিসেবে সকল মু'মিন মুত্তাকীই হচ্ছে মহান আল্লাহর ওলী (বন্ধু)। এছাড়াও মহান আল্লাহর ওলীদের আরো কিছু গুণাবলী রয়েছে। যেমন- তাঁরা মহান আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব রাখেন, বন্ধুত্ব রাখেন ঈমানদারদের সাথেও। তাঁরা সালাত আদায় করেন, যাকাত প্রদান করেন। তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَهُمۡ رٰكِعُوۡنَ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ –যারা বিনীত হয়ে সালাত আদায় করে এবং যাকাত দেয়।"[২]

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿لَهُمُ الۡبُشۡرٰی فِی الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَفِی الۡاٰخِرَةِ لَا تَبۡدِيۡلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ﴾

"তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা।"

[২] সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫৫।

**ব্যাখ্যা :** এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানার জন্য ইবনু সামিত একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : এই আয়াতে আখিরাতের সুসংবাদ তো হচ্ছে জান্নাত, কিন্তু দুনিয়ার সুসংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? উত্তরে তিনি বললেন : সত্য স্বপ্ন, যে কেউ তা দেখে বা তার সম্পর্কে কউকে স্বপ্ন দেখানো হয়। আর এই সত্য স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের সত্তর বা চুয়াল্লিশটি অংশের একটি অংশ। আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! মানুষ ভালো কাজ করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে (এটা কিরূপ?) উত্তরে তিনি বললেন : এটা যেন মু'মিনের জন্য দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ। আর এটা নবুওয়াতের উনপঞ্চাশটি অংশের একটি অংশ। সুতরাং যে ব্যক্তি ভালো স্বপ্ন দেখবে সে যেন জনগণের সামনে তা বর্ণনা করে দেয়। আর যে খারাপ স্বপ্ন দেখবে, তার এটা জেনে রাখা উচিৎ যে, ওটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সে মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্যই এরূপ করে। সুতরাং তখন ঐ ব্যক্তির উচিৎ যে, সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে ও তাকবীর পাঠ করে এবং জনগণের সামনে তা প্রকাশ না করে।[৩]

অন্য এক বর্ণনায় একটি সত্য স্বপ্নকে নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন যে, উত্তম স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শুভ সংবাদ। অবশ্য কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে এখানে দুনিয়ার সুসংবাদ বলতে মু'মিন বান্দাদের মৃত্যুর সময় তারা যে জান্নাত ও রহমতের ফেরেশ্তাদের পক্ষ থেকে উত্তম আচরণ পেয়ে থাকেন তাই বুঝানো হয়েছে।[৪]

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اِنَّ الَّذِيۡنَ قَالُوۡا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسۡتَقَامُوۡا تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ الۡمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوۡا وَ لَا تَحۡزَنُوۡا وَ اَبۡشِرُوۡا بِالۡجَنَّةِ الَّتِیۡ كُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ ۞ نَحۡنُ اَوۡلِيٰٓؤُكُمۡ فِی الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَ فِی

[৩] এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
[৪] তাফসীরে তাবারী।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۞ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۞

"নিশ্চয়ই যারা বলেছে– আমাদের প্রতিপালক (হচ্ছেন একমাত্র) আল্লাহ, অতঃপর তারা (ওর উপর) সুদৃঢ় রয়েছে, তাদের প্রতি (সুসংবাদ নিয়ে) ফেরেশ্তাগণ অবতীর্ণ হবে, (এবং বলবে যে,) তোমরা (আখিরাতের বিপদসমূহ) ভয় করো না এবং (দুনিয়া ত্যাগের জন্য) দুঃখও করো না, আর তোমরা সেই জান্নাতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। আমি দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সঙ্গী ছিলাম এবং পরলোকেও থাকবো, আর যা কিছু তোমাদের বাসনা হবে, তোমাদের জন্য তাতে তা বিদ্যমান আছে। আর যা কিছু তোমরা চাইবে, তাও তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের সন্নিধান হতে মেহমানদারী।"[৫]

### শিক্ষাসমূহ

**এক-** আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তার কিছু নেই, তাঁরা দুনিয়া ও আখিরাত এই উভয় জগতেই সফল।

**দুই-** মহান আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দু'টি গুণ হলো– ঈমান ও তাক্বওয়া। তাছাড়া বিনয়ের সাথে সলাত সম্পাদন ও যাকাত আদায়ও ওলীগণের গুণ।

**তিন-** যারা মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং তার পথে চলে, তাঁরা অবশ্যই সফলকাম এটা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত আর মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও প্রতিশ্রুতি হলো অপরিবর্তনীয়।

**চার-** মহান আল্লাহর ওলীদের সাথে দুশমনি করা যাবে না। এতে আল্লাহ তা'আলা এত বেশি অসন্তুষ্ট হন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

**পাঁচ-** আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ মহান আল্লাহর সাথে ও মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলা। ☒

[৫] *সূরা ফুস্সিলাত : ৩০-৩২।*

# ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

اياكم وَالْقَوْل فِيْ دين الله تَعَالَى بِالرَّأْيِ عَلَيْكُم بِاتِّبَاع السّنة فَمن خرج عَنْهَا ضل.

"সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" **(শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)**

«إذا صح الحديث فهو مذهبي».

"কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ! সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।" **(ইবনু আ'বিদান- আল বাহর আর রায়িক-এর হাশিয়ায়- ১/৩৬ পৃ: এবং রাসমুল মুফতী- ১/৪ পৃ:, শাইখ সালিহ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৬২ পৃ:)**

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব– কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন করো (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরো)।" **(শাইখ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম, ৫০ পৃ:)**

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

## হাদীসে রাসূল (ﷺ)

# আমানতের খেয়ানতকারীর ঈমান নেই

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

### রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

وَعَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ : قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِلَّا قَالَ : لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

### সরল অনুবাদ

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ খুৎবাহ্ খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথা বলেননি যে, যার আমানাতদারী নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দীনও নেই।[৬]

### হাদীসের ব্যাখ্যা

**ঈমানের অপরিহার্য দাবি– আমানত ও বিশ্বস্ততা :** ঈমানদার হবে আমীন ও বিশ্বস্ত, নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন। যার ভেতর ও বাহির অভিন্ন। খেয়ানতকে হাদীসে মুনাফিক্বের নিদর্শন বলা হয়েছে। আমানত ও খেয়ানতের বিষয়টি ইসলামে অনেক বিস্তৃত।

আমানত শব্দের অর্থ বিশ্বস্ততা, আস্থা, নিরাপত্তা, আশ্রয়, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমানত ওই বিষয়কে বলা হয়, যা সংরক্ষিত থাকে।'[৭]

সহজ ভাষায়, কারো কাছে কোনো সম্পদ, অর্থ, বস্তু গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। আর যিনি গচ্ছিত বস্তু যথাযথভাবে হেফাজত করেন এবং যথাসময়ে ফেরত দেন, তাকে আল-আমিন তথা বিশ্বস্ত আমানতদার বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা সফলকাম মু'মিনদের সাতটি নিদর্শন বর্ণনা করেন। তার মধ্যে ৫ম ও ৬ষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ﴾

"আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।"[৮]

তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

"আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে তার যথাযথ হক্বদারগণের নিকট পৌঁছে দাও।"[৯]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (>) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا : حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

'চারটি বিষয় যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহলে দুনিয়ায় তুমি কি ছেড়ে গেলে সেটা দেখার বিষয় থাকবে না। ১. আমানত রক্ষা করা। ২. সত্য কথা বলা। ৩. সচ্চরিত্রতা এবং ৪. হালাল ও পবিত্র জীবিকা।'[১০]

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ.

---

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।*

[৬] *মুসনাদ আহমাদ- ৩/১৩৫; সহীহুত্ তারগীব- হা. ৩০০৪; শু'আবুল ঈমান- হা. ৪০৪৫।*

[৭] *তাফসীরে কুরতুবী- ৩/৩৮৬।*

[৮] *সূরা আল মু'মিনূন : ৮।*

[৯] *সূরা আন্ নিসা : ৫৮।*

[১০] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৬৬৫২; বায়হাক্বী শু'আব- হা. ৪৮৭৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- অধ্যায় : 'রিক্বাক্ব', হা. ৫২২২; সহীহাহ্- হা. ৭৩৩।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

মহান আল্লাহর পথে জিহাদ সকল গুনাহের কাফফারা, আমানত ব্যতীত।[১১]

মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, মেধা-প্রতিভা সবই মহান আল্লাহর অনন্য দান ও আমানত। তাই সুস্থ ও স্বচ্ছ বিবেকের দাবি— আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে সমর্পিত হওয়া। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল বিধানকে শিরোধার্য করা। অন্যথা এর চেয়ে বড় খেয়ানত আর কী? কুরআনুল কারীমে এটিকে খেয়ানত আখ্যা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

"(হে নবী!) তারা যদি আপনার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের ইচ্ছা করে থাকে, তবে তারা তো ইতিপূর্বে আল্লাহর সঙ্গেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, যার পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে (আপনাদের) আয়ত্তাধীন করেছেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[১২]

**সকল গুনাহই খেয়ানত :** ছোট হোক আর বড়, প্রতিটি গুনাহই খেয়ানত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতের খেয়ানত করো না।"[১৩]

আল্লামা ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আয়াতের প্রেক্ষাপট যাই হোক, 'খেয়ানত' এখানে ব্যাপকার্থে। ছোট-বড়, সংক্রামক ও অসংক্রামক, সকল গুনাহই এখানে শামিল।[১৪]

**কুরআনুল কারীমে কুদৃষ্টিকে চোখের খেয়ানত বলা হয়েছে :** ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ﴾

"আল্লাহ জানেন চোখের অসাধুতা এবং বুকের ভেতরের গুপ্ত বিষয়।"[১৫]

এখানে চোখের খেয়ানতের কথা বলা হয়েছে। আসলে কেবল চোখ নয়, মহান আল্লাহর দেওয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমানত। কোনো অঙ্গ মহান আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যবহার করা— উক্ত আমানতের খেয়ানত। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْإِنْسَانِ فَرْجَهُ وَقَالَ هَذِهِ أَمَانَةٌ اسْتَوْدَعْتُكَهَا، فَلَا تَلْبَسْهَا إِلَّا بِحَقٍّ. فَإِنْ حَفِظْتَهَا حَفِظْتُكَ فَالْفَرْجُ أَمَانَةٌ، وَالْأُذُنُ أَمَانَةٌ، وَالْعَيْنُ أَمَانَةٌ، وَاللِّسَانُ أَمَانَةٌ، وَالْبَطْنُ أَمَانَةٌ، وَالْيَدُ أَمَانَةٌ، وَالرِّجْلُ أَمَانَةٌ، وَلَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.

আল্লাহ তা'আলা মানুষের যে অঙ্গ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন তা হলো— গুপ্তাঙ্গ। তা সৃষ্টির পর বানী আদমকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এটি তোমার কাছে আমানত রাখলাম; ন্যায়পথ ছাড়া তুমি তা ব্যবহার করবে না। যদি তুমি এ আমানতের হেফাজত করো তাহলে আমি তোমার হেফাজতের জামিন হয়ে যাব। সুতরাং গুপ্তাঙ্গ আমানত। কান, চোখ, জিহ্বা, পেট, হাত, পা সবই আমানত। যার আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই।[১৬]

### আমানতের বিভিন্ন রূপ

**১. দ্বীনের আমানত :** আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا﴾

"নিশ্চয়ই আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন

---

[১১] *বায়হাক্বী শু'আব- হা. ৪৮৮৫; সহীহুত্ তারগীব- হা. ১৭৬৩; ইবনু জারীর- ২০/৩৪০।*
[১২] *সূরা আল আনফাল : ৭১।*
[১৩] *সূরা আল আনফাল : ২৭।*
[১৪] *তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৪/৪১।*
[১৫] *সূরা আল মু'মিন : ১৯।*
[১৬] *তাফসীরে কুরতুবী- ১৪/২৫৪।*

করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে।"[১৭]

**২. নেতৃত্বের আমানত :** এটি অত্যন্ত কঠিন আমানত। অনেক সময় এই আমানত রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন হয়। নানাবিধ অপবাদ ও জেল-যুল্ম সহ্য করতে হয়। অতি ভক্তদের বাড়াবাড়ি ও বিরোধীদের চক্রান্ত সর্বদা তার সাথী হয়। মানুষ সর্বদা দায়িত্বশীলদের বিশেষ করে নেতাদের আমানতে সন্দেহ করে। এমনকি তারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও ছাড়েনি। যেমন- 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

বদর যুদ্ধের গণীমতের মাল থেকে একটি লাল চাদর খোয়া গেলে কিছু লোক বলেন, (ﷺ) لَعَلَّ رَسُوْلَ اللهِ أَخَذَهَا. সম্ভবতঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি নিয়েছেন।' তখন আয়াত নাযিল হয়, ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ﴾ 'কোনো নবীর জন্য সমীচীন নয় খেয়ানত করা। যে ব্যক্তি যা খেয়ানত করে, তা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাযির হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী তার ফলাফল পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং তারা কেউ অত্যাচারিত হবে না।'[১৮]

**৩. আর্থিক আমানত :** কেউ যদি আপনার কাছে টাকা জমা রাখে, সেটা আপনার কাছে আমানত। ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বে মানুষ মানুষের কাছে টাকা জমা রাখতো। কোথাও সফর করার পূর্বে সমস্ত টাকা বা সম্পদ তারা যাকে বিশ্বাস করতো, তার কাছে আমানত রাখতো। সেই আমানতের যথাযথ হেফাজত করা তার দায়িত্ব।

**৪. জিহ্বার আমানত :** যখন আপনি কাউকে কোনো কথা দিবেন, সেই কথা রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব; এটাও একপ্রকার আমানত।

[১৭] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৭২।*
[১৮] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩০০৯; সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৬১; ইবনু কাসীর।*

**৫. কথার আমানত :** কেউ যদি আমাদেরকে কোনো কথা বলে, সেটা গোপন করতে বলে, তাহলে সেটাও একপ্রকার আমানত। যদি তার গোপন কথাটি কাউকে বলে দিই, তাহলে সেটা আমানতের খেয়ানত হবে।

اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ : سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

সকল মজলিস আমানতস্বরূপ। (অর্থাৎ- কোনো মজলিসে গোপনীয়তার সাথে যে পরামর্শ অথবা সিদ্ধান্ত হয়, মজলিসে উপস্থিত লোকজন যেন এটাকে আমানত মনে করে গোপন রাখে।) কিন্তু তিনটি মজলিসের বিধান এর ব্যতিক্রম। যথা- **এক.** যে মজলিসের সম্পর্ক কারো অন্যায় হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে। **দুই.** যে মজলিসে কারো সম্ভ্রমহানির পরামর্শ করা হয়। **তিন.** যে মজলিসের সম্পর্ক অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ কেড়ে নেওয়ার সাথে।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, "কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলার পর মুখ ঘুরালে (কেউ শুনছে কিনা তা দেখলে) তা আমানতস্বরূপ।"[২০]

কেউ কোনো কথা বলার পর 'কথাটি গোপন রাখবেন' বলতে হবে কেনো? আপনাকে সে বিশ্বাস করে কথাটি বলেছে, আপনি তার কথাটি অন্যকে বলবেন না; সে আপনাকে সতর্ক করুক বা না করুক। আপনি তার কথা বলার ধরণ দেখেই যদি বুঝেন, কথাটি গোপন কথা; তাহলে আপনি তা গোপন রাখুন।

মনে করুন, এক মজলিশে একজন আরেকজনের গীবত করলো। সে গীবত করে গুনাহ কামালো। আপনি যদি এখন যাকে নিয়ে গীবত করা হয়েছে, তার কাছে কথাটি পৌঁছে দেন সেটাও তখন গুনাহের কাজ। এটাকে বলা হয় 'নামিমাহ'। গীবত যেমন হারাম, গীবতের কথা অন্যজনকে জানানোও হারাম।

**৬. পরামর্শের ক্ষেত্রে আমানত :** কেউ যদি আপনার কাছে পরামর্শ চায়, সেটাও আমানত। যেমন- একজন একটি ব্যবসার জন্য কিছু পরিকল্পনা আপনাকে বললো। তার পরিকল্পনামাফিক আপনি তাকে কিছু

[১৯] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৮৬৯।*
[২০] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৮৬৮।*

পরামর্শ দিলেন। অতঃপর আরেকজন ব্যবসায়ীকে যদি প্রথমজনের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেন, সেটা হবে আমানতের খেয়ানত।

হাফসাহ্ বিনতু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বিধবা হবার পর ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর জন্য পাত্র খুঁজেন। তিনি আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও ‘উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র কাছে যান। কিন্তু তারা তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেননি। তিনি খুব ব্যথিত হন। কারণ, তাঁর বন্ধুপ্রতীম দু’জন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে বিয়ে করেন।

রাসূলুল্লাহ’র বিয়ের পর আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণ বলেন। তিনি বলেন :

“আপনার প্রস্তাব গ্রহণ না করায় আপনি আমার ওপর ব্যথিত হয়েছেন। আপনি যখন প্রস্তাব দেন, আমি একটি কারণে তা প্রত্যাখ্যান করি। কারণ হলো– আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর (হাফসাহ্) সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। যদি তিনি তাঁকে বাদ দিতেন, তবে আমি তাঁকে বিয়ে করতাম।”[২১]

আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই গোপন কথা সম্পর্কে এতো সচেতন ছিলেন যে, তিনি তা তাঁর বন্ধু ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কেও বলেননি।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদেম হবার কারণে আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক গোপন বিষয় জানতেন, কখনোবা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে একটি গোপন কথা বলেন। ছোট্ট বয়সেও তাঁর মধ্যে আমানতদারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই গোপন বিষয় সম্পর্কে তাঁর জন্মদাত্রী মা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই আমানতের খেয়ানত তিনি করেননি। নিজের আপন মাকেও সেই কথাটি তিনি বলেননি।[২২]

**৭. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আমানত :** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আমানতের খেয়ানত হলো সবচেয়ে নিকৃষ্টতম আমানতের খেয়ানত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : إِنَّ أَعْظَمَ.

কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নিকট যে আমানতের খেয়ানত সবচেয়ে বড় বলে গণ্য হবে– তা এই যে, কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, স্ত্রীও স্বামীর সাথে মিলিত হয়, তারপর (স্বামী-স্ত্রীর) একান্ত বিষয়গুলো অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দেয়।[২৩]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গোপনীয় বিষয়গুলো হলো আমানত। সেই আমানত বন্ধু-বান্ধবীর সাথে শেয়ার করা যাবে না। গোপন বিষয়গুলো অন্য কাউকে বলা যাবে না। স্বামী-স্ত্রী যদি নিজেদের একান্ত গোপনীয় ব্যাপারগুলো অন্যের সাথে শেয়ার করে, সেটা হবে সর্বনিকৃষ্ট পর্যায়ের আমানতের খেয়ানত।

তবে, হ্যাঁ, প্রয়োজনে কিছু কথা বলা যেতে পারে। যেমন- ডাক্তারের কাছে। তাছাড়া, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানাপোড়ন হলে সেটা সমাধানের জন্য তারা তৃতীয় পক্ষের পরামর্শ নিতে পারে; সেগুলো ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু, সাধারণ নিয়ম হলো, গোপনীয়তা প্রকাশ করা যাবে না।

আমানতদারিতার গুরুত্ব যে কত বেশি, তা বুঝা যায় পরবর্তী খলীফা কাকে করা হবে সে বিষয়ে খলীফা আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র মৃত্যুকালীন দুশ্চিন্তা থেকে। আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর মৃত্যুর সময় পরবর্তী খলীফা হিসাবে নিকটতম সাহাবীদের নিকট ‘উমার ফারূকের নাম প্রস্তাব করেন। তাতে তারা সবাই একবাক্যে সম্মত হন। তবে কেউ কেউ ‘উমারের কঠোরতার বিষয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, খেলাফতের গুরুভার চেপে বসলে ঐ কঠোরতা কমে যাবে।[২৪]

‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মৃত্যুর আগে আততায়ীর হামলায় আহত হওয়ার পর যখম যন্ত্রণা ভুলে পরবর্তী খলীফা কাকে করা যায়, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন। এসময় উপস্থিত ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাসের

---

[২১] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩২৪৮।*
[২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬২৮৯।*
[২৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৩৭; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১১৬৫৫।*
[২৪] *আল কামেল ফিত তারীখ- ইবনুল আসীর, ২/২৬৬ পৃ.।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

নিকট যোগ্যতম কয়েকজনের নাম নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকের ভালো-মন্দ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন। শেষে কারো ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত উম্মতের শ্রেষ্ঠ ছয় জনের নাম প্রস্তাব করে যান এবং তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে তাদেরকে যেকোনো এক জনের ব্যাপারে একমত হওয়ার আদেশ দেন। যদি দুই পক্ষে তিন তিন সমান হয়ে যায়, তাহলে বড় ছেলে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমারকে এক পক্ষে সমর্থন দিয়ে খলীফা নিযুক্তির কথা বলে যান।[২৫]

এতে বুঝা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্য নেতা নির্বাচন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেখানে যোগ্য নির্বাচকমণ্ডলী থাকা তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নেতাই হবেন সর্বোচ্চ আমানতদার।

**ওয়াদা ভঙ্গকারীর মধ্যে দীন নেই :** হাদীসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে,

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

যার ওয়াদা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দীনও নেই।

ওয়াদা ভঙ্গ করা গুরুতর অপরাধ এবং চরম খেয়ানত। বিষয়ের বিবেচনায় সেই অপরাধের মাত্রা বাড়তেও থাকে। ওয়াদা যদি হয় আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের সঙ্গে, তো এর চেয় বড় খেয়ানত আর কী হতে পারে? আহলে কিতাবরা এমনই করেছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً، يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ﴾

"তারপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই তো আমি তাদেরকে আমার রহমত থেকে বিতাড়িত করি ও তাদের অন্তর কঠিন করে দেই। তারা (তাওরাতের) বাণীসমূহকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার একটি বড় অংশ ভুলে যায়।"[২৬]

এরপর আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"(ভবিষ্যতেও) আপনি তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই কোনো না কোনো খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে থাকবেন। সুতরাং (এখন) তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহ্সানকারীদের ভালোবাসেন।"[২৭]

হাদীসে এসেছে−

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুনাফিক্বের আলামত হচ্ছে তিনটা। যথা- যখন সে কথা বলে− মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে− ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কোনো কিছু আমানত রাখা হয়− সে তার খিয়ানত করে।[২৮]

### উপসংহার

ইসলামে আমানতের গুরুত্ব ও সেটার রক্ষণাবেক্ষণ এক বিরাট বিষয়। কেউ কারো নিকট কিছু গচ্ছিত রাখলে হুবহু তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে ফিরিয়ে দেয়াকে আমানত বলে। এটি একটি মহৎ গুণ। আর এই আমানত সঠিকভাবে সংরক্ষণকারীকে আমানতদার বলে। আমানতদার ব্যক্তি সকলের নিকট বিশ্বস্ত ও সমাদৃত। বিশ্বস্ততার আরবি পরিভাষাই আমানত। একজন পুরুষের অধীনস্থ গোটা পরিবার তার নিকট মহান আল্লাহর আমানত, স্ত্রীর নিকট স্বামীর সন্তান এবং সহায়সম্পদ আমানত, সমাজপতির নিকট গোটা সমাজটাই আমানত, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট গোটা ইউনিয়ন আমানত, কোনো সংসদীয় এলাকার আমানতদারি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যের ওপর, প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের আমানত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ওপর বর্তায়, এভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একজন রাষ্ট্রপতির নিকট গোটা রাষ্ট্রটাই আমানত। ☒

---

[২৫] *আল আহকামুস্ সুলত্বা-নিইয়াহ- আল-মাওয়ার্দী, ১৩ পৃ.।*
[২৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ১৩।*
[২৭] *সূরা সূরা মায়িদাহ্ : ১৩।*
[২৮] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

প্রবন্ধ

# মুহার্‌রম ও আশুরা : গুরুত্ব, করণীয় ও বর্জনীয়

–আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

**ভূমিকা :** হিজরি বর্ষের প্রথম মাস মুহার্‌রম; একটি পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ মাস, যার শুরুতেই মুসলমানদের মনে জাগে নতুন ভাবনা, আত্মশুদ্ধির ডাক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির অনুপ্রেরণা। এই মাস আল্লাহ তা'আলার নিকট বিশেষভাবে সম্মানিত, যাকে "আশহুরুল হুরুম" তথা সম্মানিত চার মাসের অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মুহার্‌রম মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন 'আশুরা', যা বহু ঐতিহাসিক ও নবীদের সঙ্গে জড়িত ঘটনার স্মৃতিবাহী। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দিনে বিভিন্ন নবীকে মুক্তি ও সাহায্য দান করা হয়েছে। তাছাড়া, এই দিনে সিয়াম রাখা নবী করীম (ﷺ) নিজে উৎসাহিত করেছেন এবং এর ফযীলত সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছেন। এই প্রবন্ধে মুহার্‌রম ও আশুরার পরিচয়, নামকরণ, গুরুত্ব ও আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

**মুহার্‌রম মাসের পরিচয় :** মুহার্‌রম (محرم) শব্দটি আরবী, যা حرم শব্দমূল থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো– পবিত্র, সম্মানিত। এই মুহার্‌রম হিজরি বর্ষের প্রথম মাস। চারটি আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাসসমূহের অন্যতম মুহার্‌রম মাস। এটি এমন একটি মাস, যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল এবং মুসলমানদের জন্য এটি বিশেষভাবে মর্যাদাপূর্ণ।

**মুহার্‌রম নামে নামকরণ :** চারটি আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাসসমূহের একটি মুহার্‌রম মাস। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ থাকলেও আরবরা তা মানত না। তারা কৌশলের আশ্রয় নিত। তারা মুহার্‌রম মাসকে 'সফরুল আওয়াল' বা প্রথম সফর নাম দিয়ে তাদের ইচ্ছামতো যুদ্ধের সময় আগ-পিছ করত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের এই যাবতীয় কর্মকাণ্ড বাতিল করে এই মাসের নামকরণ করলেন মুহার্‌রম নামে। তাইতো এই মাসকে 'শাহরুল্লাহিল মুহার্‌রম' বলা হয়।

**মুহার্‌রম মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত–**

**১. মুহার্‌রম একটি হারাম বা সম্মানিত মাস :** হিজরি বর্ষের সর্বপ্রথম মাস মুহার্‌রম। হাদীসের ভাষায়– شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ বা শাহরুল্লাহিল মুহার্‌রম। আল্লাহ তা'আলা বছরের যে কয়টি মাসকে বিশেষ মর্যাদায় মহিমান্বিত করেছেন মুহার্‌রম তার অন্যতম। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাসের সংখ্যা বারোটি। তার মধ্যে চারটি হলো সম্মানিত মাস।"[২৯]

আর সম্মানিত চারটি মাস হচ্ছে মুহার্‌রম, রজব, যিলক্বদ ও যিলহাজ্জ।[৩০]

**২. রমাযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম মুহার্‌রম মাসের সিয়াম :** রমাযান মাসের সিয়াম হলো ফর্‌য, আর মুহার্‌রম মাসের সিয়াম হলো নফল। মুহার্‌রমের সিয়ামের মর্যাদা মহান আল্লাহর কাছে এতই বেশি যে, রমাযানের সিয়ামের পরেই সর্বোত্তম এই মাসের সিয়াম। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

---

* *'আক্বীদাহ্ ও দা'ওয়াহ বিভাগ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব এবং দাওরায়ে হাদীস, মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।*

[২৯] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬।*
[৩০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৬৬২।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

‘রমাযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে মহান আল্লাহর মাস মুহার্‌রমের সিয়াম। আর ফর্‌য সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত।’[৩১]

**৩. আশুরায়ে মুহার্‌রমের সিয়ামের বিনিময়ে পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ হয় :** মুহার্‌রম মাসের দশ তারিখের মূল ‘ইবাদত হচ্ছে সিয়াম পালন করা। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এ দিনে নিজে সিয়াম রেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও উৎসাহ দিয়েছেন। এ দিনের সিয়ামের বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছে পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ হওয়ার আশাও ব্যক্ত করেছেন। আবূ ক্বাতাদাহ্‌ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

**صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.**

‘আশুরার দিনের সিয়ামের ব্যাপারে আমি মহান আল্লাহর নিকট আশা রাখি, তিনি পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।’[৩২]

**৪. মুহার্‌রম মাসের সিয়ামের প্রতি রাসূল (ﷺ)-এর বিশেষ গুরুত্ব :** রাসূল (ﷺ) রমাযানের পর আশুরার সিয়ামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন, যা এই মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণ করে। আশুরার সিয়াম অতীত নবীদের সময়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

**مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ.**

‘আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আশুরার দিনের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে অন্য কোনো দিন সিয়াম রাখতে দেখিনি এবং রমাযান মাস অপেক্ষা অন্য কোনো মাসে এত গুরুত্ব দিয়ে সিয়াম রাখতে দেখিনি।’[৩৩]

[৩১] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৩; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৪২৯; জামে‘ আত তিরমিযী- হা. ৪৩৮।*
[৩২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬২।*
[৩৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩২।*

**আশুরা কী?**

আশুরা শব্দটির বিশ্লেষণ নিয়ে ভাষাবিদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের নিকট মুহার্‌রম মাসের দশম তারিখই আশুরার দিন। এটা আরবী শব্দ (عشر) আশারা হতে নির্গত, যার অর্থ হলো দশ। অতএব, মুহার্‌রম মাসের দশম তারিখে সিয়াম রাখার নামই হলো আশুরার সিয়াম।[৩৪]

**আশুরা সিয়াম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ :** মুহার্‌রমের ১০ তারিখ বা আশুরায়ে মুহার্‌রম মহান আল্লাহর হুকুমে মিশরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাউন তার সৈন্যসহ সমুদ্রে ডুবে মরেছিল এবং মূসা (আলায়হিস সালাম) ও তাঁর সাথী বানী ইসরা-ঈল ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মূসা (আলায়হিস সালাম) এ দিন সিয়াম রেখেছিলেন। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

**قَدِمَ النَّبِيُّ (ﷺ) الْمَدِيْنَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقِيْلَ لَهُمْ : مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ تَصُوْمُوْنَهُ؟ فَقَالُوْا : هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوْسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.**

“যখন নবী (ﷺ) মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন যে, ইহুদিরা আশুরার দিন সিয়াম রাখছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কোন দিনের সিয়াম? তারা বলল, এটি সেই মহান দিন, যেদিন আল্লাহ তা‘আলা মূসা (আলায়হিস সালাম) ও তাঁর ক্বওমকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যদের ধ্বংস করেছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মূসা (আলায়হিস সালাম) এদিন সিয়াম রেখেছিলেন, তাই আমরাও রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : আমরা তোমাদের তুলনায় মূসার অনুসরণে অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি নিজে আশুরার সিয়াম রাখলেন এবং

[৩৪] *মিরআতুল মাফাতিহ- ৭/৪৫।*

সাহাবাদেরও রাখতে নির্দেশ দিলেন।[৩৫] সে কারণে এদিন নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে সিয়াম রাখা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম নিয়মিতভাবে পালন করতেন। তাই এই দিনের সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম।

**আশুরার সিয়ামের হুকুম :** ইসলামের পূর্বযুগ হতেই এ সিয়ামের প্রচলন ছিল। অতঃপর নবী (ﷺ)-এর মাধ্যমে তা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য ‘ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর এটা সকলের ঐক্যমতে সুন্নাত। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

“কুরাইশরা জাহেলী যুগে আশুরার দিন সিয়াম রাখত, এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও এই দিন সিয়াম রাখতেন। যখন তিনি মদিনায় এলেন, তখন তিনি সিয়াম পালন করলেন এবং সাহাবাদেরকেও এটি পালনের আদেশ দিলেন। কিন্তু যখন রমাযানের সিয়াম ফরয করা হলো, তখন তিনি আশুরার সিয়াম পরিত্যাগ করলেন। এরপর যার ইচ্ছা সে সিয়াম রাখত, আর যার ইচ্ছা তা ছেড়ে দিত।”[৩৬]

**আশুরার ইতিহাস :** আল্লাহ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের অন্যতম হলো ফেরাউনের জাতি। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে হেদায়েতের জন্য মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর ভাই হারুন (আলাইহিস সালাম)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। আর আসমানী কিতাব তাওরাত নাযিল করেন। মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মের পূর্ব থেকেই বানী ইসরা-ঈলের উপর ফেরাউন অত্যাচার করতো। ফেরাউন নিজেকে রব দাবি করল এবং মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ক্বওমের উপর অত্যাচার আরো বৃদ্ধি করে দিলো।

[৩৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩০/১১৩২।*
[৩৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০২; সহীহ মুসলিম- হা. ১১২৫।*

ফলে মূসা (আলাইহিস সালাম) মহান আল্লাহর আদেশে একরাতে[৩৭] তাঁর অনুসারীদের নিয়ে চলে যাওয়ার সময় সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করার আদেশ দিলে সাগর ভাগ হলো এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেল।[৩৮] সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় ফেরাউন তাদের পিছনে ধাওয়া করল। আল্লাহ তা‘আলা মূসা ও তাঁর জাতিকে রক্ষা করলেন আর ফেরাউন ও তার জাতিকে পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন।[৩৯] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْٓ إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتّٰىٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيْٓ آمَنَتْ بِهِ بَنُوْٓ إِسْرَائِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾

“আর আমরা বানী ইসরা-ঈলকে সাগর পার করে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী হঠকারিতা ও বাড়াবাড়ি বশে। অতঃপর যখন সে ডুবতে লাগল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনলাম এই মর্মে যে, কোনো উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত যার উপরে বানী ইসরা-ঈলগণ ঈমান এনেছে। আর আমি তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (আল্লাহ তা‘আলা বললেন,) এখন? অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছিলে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।”[৪০]

এই মহান দিনটি ছিল মুহার্‌রম মাসের দশ তারিখ তথা আশুরার দিন। ইহুদিরা এই দিনকে সম্মান করত ও গুরুত্ব দিত। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُوْدُ عِيْدًا قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ.

[৩৭] *সূরা ত্বা-হা- : ৭৭; সূরা আশ্ শু‘আরা- : ৫২।*
[৩৮] *সূরা আশ্ শু‘আরা- : ৬৩।*
[৩৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫০।*
[৪০] *সূরা ইউনুস : ৯০-৯১।*

"আশুরার দিনকে ইহুদিগণ ঈদ মনে করত। নবী করীম (ﷺ) সাহাবীগণকে বললেন, তোমরাও এ দিনের সিয়াম পালন করো।"[৪১]

**আশুরায়ে মুহার্‌রমের করণীয়–**

**১. হারাম মাস হিসাবে এ মাসকে সম্মান করা :** মুহার্‌রম চারটি পবিত্র (হারাম) মাসের একটি। এ মাসে গুনাহ ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকা উচিত। সাহাবীরা এ মাসকে যথাযথ সম্মান করতেন। আবূ জামরাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। একবার তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার ধন-সম্পদ হতে কিছু অংশ প্রদান করব। আমি তাঁর সাথে দু'মাস থাকলাম। অতঃপর একদা তিনি বললেন, 'আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আগমন করলে তিনি বললেন, তোমরা কোন গোত্রের? কিংবা বললেন, কোন প্রতিনিধি দলের? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের'। তিনি বললেন, স্বাগতম, সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই আগমন করেছে। তারা বলল :

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِيْ شَهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ.

"হে আল্লাহর রাসূল! হারাম মাস ব্যতীত অন্য কোনো সময় আমরা আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুযার গোত্রীয় কাফেরদের বসবাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট নির্দেশ দিন, যাতে করে আমরা যাদের পিছনে ছেড়ে এসেছি তাদের অবগত করতে পারি এবং যাতে করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।"[৪২]

**২. আশুরার দিনে সিয়াম রাখা :** এ মাসের দশ তারিখে সিয়াম পালন করা একটি মর্যাদাপূর্ণ 'ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কাতে অবস্থান কালে এ সিয়াম পালন করতেন। মক্কার কুরাইশরাও এই দিনকে সম্মান করত ও সিয়াম পালন করত আশুরা, অর্থাৎ- মুহার্‌রমের ১০ তারিখে সিয়াম রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

"জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশুরার সিয়াম পালন করত এবং রাসূল (ﷺ)-ও এ সিয়াম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন তখনও এ সিয়াম পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রমাযানের সিয়াম ফর্‌য হলো, তখন আশুরার সিয়াম ছেড়ে দেওয়া হলো। যার ইচ্ছা সে পালন করবে, আর যার ইচ্ছা পালন করবে না।"[৪৩]

মদীনায় হিজরতের পর তিনি এ সিয়াম পালন করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। রমাযানের সিয়াম ফর্‌য হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুহার্‌রম মাসের দশ তারিখে সিয়াম পালনে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সাহাবীগণও আশুরার সিয়াম পালনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন।

**আশুরার সিয়াম কতদিন?**

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় ও মদীনায় প্রথম দিকে মুহার্‌রম মাসে এক দিন সিয়াম পালন করতেন। পরবর্তীতে ইহুদিদের বিরোধিতা করার জন্য ৯ তারিখসহ দুই দিন সিয়াম পালনের আশা ব্যক্ত করেন। যেমন- ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) যখন নিজে আশুরার দিন সিয়াম রাখলেন এবং আমাদেরকেও এ সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা এ দিনটিকে সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

---

[৪১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩১।*

[৪২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৩, ৮৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৭।*

[৪৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০০২; সহীহ মুসলিম- হা. ১১২৫।*

فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ).

“আগামী বছর আসলে আমরা নবম দিনেও সিয়াম পালন করব। কিন্তু আগামী বছর না আসতেই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন।”[৪৪]

অনুরূপভাবে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

صُوْمُوْا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوْا الْيَهُوْدَ.

“তোমরা ৯ ও ১০ তারিখে সিয়াম রাখো এবং ইহুদিদের বৈপরীত্য করো।”[৪৫]

সুতরাং মুহার্‌রমের দু’টি সিয়াম পালন করা উত্তম। এক্ষেত্রে দশ তারিখের আগের দিন বা পরের দিন সিয়াম রাখা যেতে পারে। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوْا فِيْهِ الْيَهُوْدَ صُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا.

“তোমরা আশুরার সিয়াম পালন কর এবং ইহুদিদের বিরোধিতা করা। তোমরা আশুরার আগের দিন অথবা পরের দিন সিয়াম পালন করো।”[৪৬]

অতঃএব, সুন্নাত হলো– ৯ ও ১০, অথবা ১০ ও ১১ মুহার্‌রমের সিয়াম রাখা।

**আশুরায়ে মুহার্‌রমের বর্জনীয়–**

**১. হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র মৃত্যুবার্ষিকী পালন :** হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র শাহাদত বরণের মর্মান্তিক ঘটনাটিও আশুরার দিনে অর্থাৎ- ১০ মুহার্‌রম ঘটেছিল। যা মুসলমানদের জন্য নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু এর জন্য সেদিন শোক দিবস হিসাবে পালন করা শরিয়তসম্মত নয়।

**২. মাতম করা :** আশুরার দিনকে কেন্দ্র করে অনেকে ‘হায় হোসেন’ ‘হায় হোসেন’ বলে বিলাপ করেন, বুক চাপড়ান ও মাথায় কালো কাপড় বেঁধে শোক প্রকাশ করেন, যা সম্পূর্ণভাবে হারাম ও কবীরা গুনাহ। সকল আলেম একমত যে, আওয়াজ করে মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা জায়িয নয়।

**৩. মর্ছিয়া করা :** মর্ছিয়া (المرثية) আরবী শব্দ। যার অর্থ- শোকগাথা, শোকসঙ্গীত। আমাদের সমাজে কারবালার ইতিহাসকে নিয়ে বিভিন্ন রকম কবিতা, জারী গান, বিভিন্ন নভেল-নাটক ও গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। যার অধিকাংশ ভিত্তিহীন ও মনগড়া। যেখানে ইয়াযীদ ও তার পিতা বিশিষ্ট সাহাবী মু‘আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হেয় করা হয়েছে। মীর মোশাররফ হোসেন কর্তৃক রচিত ‘বিষাদ সিন্ধু’কে কারবালার ইতিহাস গ্রন্থ মনে করা হয়। অথচ এই উপন্যাসের অধিকাংশ তথ্যই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ইসলামে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এ সকল কার্যকলাপ কখনো জায়িয নয়।

**৪. তা‘যিয়া করা :** তা‘যিয়া (التعزية) আরবী শব্দ। যার অর্থ- শান্তনা দান, শোক প্রকাশ। আশুরার দিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র কাল্পনিক কবর তৈরি করে তা‘যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভুয়া কবরগুলোকে ‘আত্মাসমূহের অবতরণস্থল’ বলে ধারণা করা হয়। সেখানে হুসাইনের রূহ্ হাযির হয় কল্পনা করে তাকে সালাম দেওয়া হয়। তার সামনে মাথা ঝুঁকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এগুলো স্পষ্ট শির্‌ক। তা‘যিয়া-মাতম বর্জন করে তাদের জন্য দু‘আ করা উচিত।

**৫. নিজের উপর আঘাত করা ও কাপড় ছেঁড়া :** আশুরার দিন অনেকে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র মৃত্যুকে স্মরণ করে, তার শোকে বিভিন্ন ধারালো জিনিস দিয়ে নিজের দেহকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে এবং নিজের গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। এটা ইসলাম সমর্থন করে না। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

[৪৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩৪; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৪৪৫।*
[৪৫] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৭৫৫; বাইহাক্বী- হা. ৮৬৬৫।*
[৪৬] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২১৫৪; সুনান ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ২০৯৫; জামে‘উস সগীর- হা. ৫০৫০।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

“যারা শোকে মুখে চপেটাঘাত করে, জামা ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মতো চিৎকার করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।”[৪৭]

ইসলামের ইতিহাসে এরকম অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মুসলমানরা কারো জন্যই এ রকম শোক পালন করেন না।

**৬. সাহাবী-তাবেঈদেরকে মন্দ বলা :** আশুরার দিন হাসান-হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-কে মর্যাদা দিতে গিয়ে অনেকে কোনো কোনো সাহাবী-তাবেঈ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে থাকেন। এমনকি গালিও দিয়ে থাকেন। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)’র নামে একটি বকরী বেঁধে রেখে লাঠিপেটা ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করা হয়। এছাড়াও মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে কারবালার ঘটনার জন্য দাঈ করে গালি-গালাজ করে থাকেন। অথচ সাহাবীগণকে গালি দেওয়া বড় গুনাহের কাজ।

**৭. বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা :** আশুরার নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যেমন- সরকারী ছুটির ব্যবস্থা করা, রাস্তা-ঘাট বিভিন্ন রঙে সাজানো, লাঠি, তীর, বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া, হুসাইন (আলায়হিস সালাম)’র নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে ‘বরকতের পিঠা’ বলে বিক্রি করা ইত্যাদি।

**৮. কারবালার ঘটনাকে হক্ব ও বাতিলের লড়াই মনে করা :** কারবালার ঘটনাকে অনেকে হক্ব ও বাতিলের লড়াই বলে আখ্যায়িত করেন। তারা হুসাইনকে হক্ব ও ইয়াযীদকে বাতিল বলে মনে করেন। এই বিশ্বাস ঠিক নয়। বিষয়টি ছিল ইজতিহাদী বিষয়, হক্ব বাতিলের বিষয় ছিল না। কারণ হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে হক্বপন্থী বলে মনে করলেও ইয়াযীদকে বাতিল বলা যাবে না।

**৯. হুসাইনের মাথা ছয়টি দেশে প্রেরিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা :** শিয়াদের ওয়েবসাইটের তথ্য মতে বর্তমানে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র মাথা ছয়টি দেশে পূজিত হচ্ছে। যথা- **১.** মদীনার বাক্বী‘ গোরস্থানে তাঁর মা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)’র কবরের পাশে, **২.** দামেস্কে হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মাথা বা মাসজিদুর রা’স সংলগ্ন গোরস্থানে, **৩.** মিসরের রাজধানী কায়রোতে। যা ‘তাজুল হুসাইন’ বা হুসাইনের মুকুট নামে খ্যাত। এজন্য মিসরীয়রা নিজেদের দেশকে ‘আল্লাহর পছন্দনীয় দেশ’ বা Choosen country বলে গর্ববোধ করে। **৪.** ইরানের মারভে, **৫.** ইরাকের নাজাফে এবং **৬.** কারবালা প্রান্তরে। কিন্তু এসব তথ্যগুলোতে কেউ একমত নন।[৪৮]

**উপসংহার :** এই মহিমান্বিত মাস ও আশুরার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাদের উচিত যথাযোগ্য সম্মান, ‘ইবাদত, আত্মসংযম ও সৎকর্মে মনোনিবেশ করা। হোক তা নফল সিয়াম, ‘ইবাদতে অতিরিক্ত যত্ন, তাওবাহ্ কিংবা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে দৃঢ় অঙ্গীকার-মুহার্‌রম ও আশুরা আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও নৈতিক উন্নতির এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। এই পবিত্র সময় যেন আমাদের জীবনে সত্য, শান্তি ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে মুহার্‌রম মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে যথাযথ মূল্যায়ন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

## ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

“আমরা আমাদের কথাগুলো কোন্ দলীল হতে গ্রহণ করেছি এটা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।” **(ইবনু আব্দিল বার আল ইনতিকা** الإنتفاء فى فضائل الثلاثة الأيمة الفقهاء **গ্রন্থে ১৪৫ পৃঃ, ই‘লামুল মুয়াক্কিঈন- ২/৩০৯ পৃঃ। ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়- ৬/২৯৩ পৃঃ, আশ্ শারানী, আল মিযান- ১/৫৫ পৃঃ। শাইখ আল ফুলানী, ইকাযুল হিমান- ৫২ পৃঃ, ইমাম মুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।)**

[৪৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৯৭।*

[৪৮] *https : / / www.alimamali.com / html / ara / ahl / sire / hosain/madfan-ras.htm ।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

# দু'আ : একটি পর্যালোচনা

–অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ*

*[দ্বিতীয় পর্ব]*

**যেভাবে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় বা দু'আর আদব**

আমরা সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি। কিন্তু আমরা অনেকে বলি আমার দু'আ কবুল হয় না। আমরা এটা জানি না কী কারণে দু'আ কবুল হচ্ছে না। তাই একজন ঈমানদার বান্দা দু'আ কবুলের জন্য যখন দু'আ করার নিয়ত করবেন তখন তার মধ্যে নিম্নের আদবগুলো পালন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

**১. ইখলাস বা একনিষ্ঠতা :** বান্দার জন্য যে কোনো দু'আতে ইখলাস বা একনিষ্ঠতা থাকা সর্বাপেক্ষা বড় আদব। কারণ দু'আতে এ আদব না থাকলে আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ﴾

"সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তাকে ডাক, যদিও কাফেরগণ এটা অপছন্দ করে।"[৪৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে কেবল তারই উপাসনা করতে।"[৫০]

**২. দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা :** কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করবেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ মঞ্জুর করবেন এই দৃঢ়তা বা বিশ্বাস নিয়ে দু'আ করবেন। রাসূল (ﷺ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন না বলে, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে দয়া কর; বরং দৃঢ়ভাবে ও নিশ্চিত হয়ে প্রার্থনা করা উচিত। যেহেতু মহান আল্লাহকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ বাধ্য করতে পারে না।"[৫১]

**৩. দু'আর ফল লাভে শীঘ্রতা না করা এবং অন্তরকে উপস্থিত রেখে দু'আ করা :** দু'আর আদব হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, শান্ত-শিষ্ট, ধীর-স্থীর ও ধৈর্য্য নিয়ে দু'আ করা। দু'আর ফললাভে তাড়াহুড়া না করা। রাসূল (ﷺ) বলেন, "তোমাদের কারো দু'আ কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে, 'দু'আ করলাম কিন্তু কবুল হলো না।"[৫২]

"বান্দার দু'আ কবুল হয়েই থাকে, যতক্ষণ সে কোনো পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন টুটার জন্য দু'আ না করে এবং (দু'আর ফল লাভে) শীঘ্র না করে।" জিজ্ঞাসা করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! শীঘ্রতা কেমন?' বললেন, "এই বলা যে, দু'আ করলাম, আরো দু'আ করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না। ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দু'আ করাই ত্যাগ করে বসে।"[৫৩]

"তোমরা মহান আল্লাহর নিকট দু'আ কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা উদাসীন ও অমনোযোগী মনের দু'আ কবুল করেন না।"[৫৪]

মোটকথা, দু'আ করার সময় মনকে সজাগ রাখতে হবে, তার দু'আ কবুল হবে এই এক্বীন রাখতে হবে এবং কি চাইছে তাও জানতে হবে।

**৪. সুখে-দুঃখে ও নিরাপদে-বিপদে সর্বদা প্রার্থনা করা :** রাসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, দুঃখে ও বিপদে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন, সেই ব্যক্তির উচিত, সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অধিক অধিক দু'আ করা।"[৫৫]

**৫. নিজের পরিবার ও সম্পদের উপর বদ-দু'আ না করা :** আনসারদের এক ব্যক্তি উট চলতে চলতে উট

---

** সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা।*

[৪৯] *সূরা গা-ফির : ১৪।*

[৫০] *সূরা আল বাইয়্যিনাহ্ : ৫।*

[৫১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২০৬৩।*

[৫২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩৪০; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৬৮৪; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৪৮৪।*

[৫৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩৪০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৩৫।*

[৫৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৭৯, হাসান।*

[৫৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৩৮২; আবূ ইয়া'লা- হা. ৬৩৯৬।*

থেমে গেলে ধমক দিয়ে বলল, 'চলো, আল্লাহ তা'আলা তোকে অভিশাপ করুক। তা শুনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, "কে তার উটকে অভিশাপ দিচ্ছে?" লোকটি বলল, আমি, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তিনি বললেন, "নেমে যাও ওর পিঠ থেকে, অভিশপ্ত উট নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসো না। তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর বদ-দু'আ করো না, তোমাদের সন্তানদের উপর বদ-দু'আ করো না, আর তোমাদের সম্পদের উপরও বদ-দু'আ করো না। যাতে মহান আল্লাহর তরফ থেকে এমন মুহূর্তের সমন্বয় না হয়ে যায়, যে মুহূর্তে দান চাওয়া হলে মঞ্জুর (প্রদান) করা হয়।"[৫৬]

**৬. কেবল মহান আল্লাহরই নিকট দু'আ করা :** দু'আ যেহেতু 'ইবাদত তাই চাওয়াটা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই চাইতে হবে। কোনো মাযার, পীর, দরবেশ, খানকা বা অন্যের কাছে চাওয়া যাবে না। শরিয়তে তা স্পষ্ট শির্ক। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, "যখন কিছু চাইবে, তখন মহান আল্লাহর নিকটই চাও। যখন সাহায্য চাইবে, তখন মহান আল্লাহর নিকটেই চাও।"[৫৭]

**৭. কাকুতি-মিনতি, বিনয়, আশা, আগ্রহ, মুখাপেক্ষিতা ও ভীতির সাথে দু'আ করা :** একান্ত 'ফকীর' হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে অক্ষমতা, সঙ্কীর্ণতা ও দুরবস্থার অভিযোগ করা। যেভাবে আইউব নবী ব্যাধিগ্রস্ত হলে, যাকারিয়া নবী নিঃসন্তান হলে, ইউনুস নবী মাছের পেটে গেলে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৫৮]

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা কোনো সফরে নবী (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা জোরে-শোরে তাকবীর পড়তে শুরু করল। তখন নবী (ﷺ) বললেন, "হে লোক সকল! নিজেদের উপর কৃপা কর। নিশ্চয় তোমরা কোনো বধির অথবা কোনো দুরবর্তী বা অনুপস্থিতকে আহ্বান করছে না; বরং তোমরা সর্বশ্রোতা নিকটবর্তীকে আহ্বান করছ। তিনি (তার 'ইল্‌মসহ) তোমাদের সঙ্গে আছেন।"[৫৯]

**৮. আল্লাহ তা'আলার ইসমে আযম দিয়ে দু'আ করা :** ইসমে আযম দিয়ে দু'আ করলে তিনি তা কবুল করেন। এই ইসমে আযম দ্বারা দু'আ করার বর্ণনা হাদীসে এভাবে এসছে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তুমি একক, ভরসাস্থল, যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই এই অসিলায় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।"[৬০]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا أَللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, হে এক, একক, ভরসাস্থল আল্লাহ! যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই, তুমি আমার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।"[৬১]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ يَا بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

---

[৫৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪০৫।*
[৫৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৭৬৩।*
[৫৮] *সূরা আল আ'রাফ : ৫৫।*
[৫৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪২০৫; সহীহ মুসলিম- হা. ২৭০৪।*
[৬০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪৯৩; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৭৫; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৫৭, ইমাম আহমাদ, হাকিম ও ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*
[৬১] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২৩৪।*

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই অসিলায় যে, সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তুমি পরম অনুগ্রহদাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা, হে মহিমময় এবং মহানুভব, হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর!"[৬২]

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

তুমি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র মহান! অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী।[৬৩]

**৯. মহান আল্লাহর প্রশংসা (হামদ ও সানা) দিয়ে অতঃপর নবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে দু'আ শুরু করা এবং অনুরূপ শেষ করা :** রাসূল (ﷺ) বলেন, "যখন তোমাদের কেউ দু'আ করবে, তখন তার উচিত মহান আল্লাহর হামদ ও সানা দিয়ে শুরু করা, অতঃপর নবীর উপর দরূদ পড়া, অতঃপর ইচ্ছামত দু'আ করা।"[৬৪]

**১০. মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর মহৎ গুণাবলি দ্বারা দু'আ করা :** আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوْهُ بِهَا﴾

"আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাকে সে সকল নাম দিয়ে প্রার্থনা করবে।"[৬৫]

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নাম ও মহান গুণাবলির মাধ্যমে দু'আ করার কথা আল কুরআনে ও হাদীসে বহু স্থানে এসেছে। যেমন- ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إذا قام من الليل يتهجد قال، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ

[৬২] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪৯৩; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৭৫; সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ৩৮৫৭; মুসনাদ আহমাদ, হাকিম ও ইবনু হিব্বান।*

[৬৩] *সূরা আল 'আম্বিয়া- : ৮৭।*

[৬৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪৮১; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৭৭; মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৩৯৩৭; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২৮৪, সনদ সহীহ।*

[৬৫] *সূরা আল আ'রাফ : ১৮০।*

وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلٰهِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

নবী কারীম (ﷺ) রাতে যখন তাহাজ্জুদ পড়তে দাঁড়াতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আপনারই প্রশংসা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসমূহে ও তাতে যা কিছু আছে আপনি তার জ্যোতি। আপনারই প্রশংসা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসমূহে এবং তাতে যা কিছু আছে আপনি তার ধারক। আপনারই প্রশংসা, আপনি সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার কথা সত্য, আপনার সঙ্গে সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সত্য। হে আল্লাহ! আপনার কাছেই আত্মসমর্পন করেছি। আপনার ওপরই নির্ভর করেছি। আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনার দিকে ফিরে এসেছি। আপনার জন্য বিবাদ করেছি। আপনাকেই বিচারক মেনেছি। অতএব আপনি আমার পূর্ব ও পরের গোপন ও প্রকাশ্যের পাপগুলো ক্ষমা করে দিন। আপনি শুরু আপনি শেষ। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।[৬৬]

এ হাদীসে দেখা গেল নবী কারীম (ﷺ) দু'আয় কিভাবে মহান আল্লাহর গুণগান করছেন। মহান আল্লাহর সুন্দর নামগুলো উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন শুনলেন এক ব্যক্তি সালাতে আত্তাহিয়্যাতুর বৈঠকে এ বলে দু'আ করছে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا أَللّٰهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. فقال (ﷺ) : "قد غفر له، قد غفر له.

[৬৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩১৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৬৯।*

সূচীপত্র



হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি– আপনি তো এক; অদ্বিতীয়, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ– আপনি আমার পাপগুলো ক্ষমা করুন। আপনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময়। এ প্রার্থনা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে! তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।[৬৭]

উল্লেখিত ব্যক্তি মহান আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে দু'আ করার কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'আ কবুলের সংবাদ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

دعوةُ ذي النُّونِ؛ إذ دعا بها في بَطنِ الحوتِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا أنتَ سُبْحانَكَ، إِنِّي كنتُ مِن الظالمِينَ، فإنَّه لن يَدعُوَ بها مسلمٌ في شيءٍ إِلَّا استجابَ له.

নবী ইউনূস (আলাইহিস সালাম)-এর প্রার্থনা– যখন তিনি মাছের পেটে ছিলেন– তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী। যে কোনো মুসলিম এ কথা দিয়ে প্রার্থনা করবে তার প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন।[৬৮]

**১১. তাওবাহ্ অর্থাৎ- বিশুদ্ধ চিত্তে, পাপ বর্জন করে, লজ্জিত হয়ে দু'আ করা :** পুনঃ ঐ পাপে না ফিরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে এবং অন্যায়ভাবে কারো মাল হরণ করে থাকলে তা ফেরৎ দিয়ে ও কারো প্রতি যুল্‌ম করে থাকলে তার প্রতিশোধ দিয়ে অথবা ক্ষমা চেয়ে তারপর দু'আ করা। যেহেতু পাপে লিপ্ত থাকলে দু'আ কবুল হয় না।

**১২. হালাল পানাহার করা এবং হালাল পরিধান করা :** এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সেই আদেশই করেছেন যে আদেশ রাসূলগণকে করেছেন, তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো ও সৎকাজ করো, তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি অবহিত।"[৬৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

"হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার করো।"[৭০]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ধুলোধূসরিত আলুথালু বেশে (সৎকাজের উদ্দেশ্যে) সফর করে। তার হাত দু'টিকে আকাশের দিকে তুলে, 'হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!' বলে (দু'আ করে), কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কেমন করে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে?[৭১]

**১৩. খুব গুরুত্বপূর্ণ দু'আ হলে ৩ বার করে বলা :** এটিও দু'আর আদব। যেমন- আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন কুরাইশের উপর বদ-দু'আ করেছিলেন, তখন তিনি ৩ বার করে বলেছিলেন।[৭২]

**১৪. দু'আর পূর্বে ওযূ করা :** অবশ্য প্রত্যেক দু'আ বা যিক্‌রের জন্য ওযূ বা গোসল করা জরুরি নয়। তবে সাধারণ প্রার্থনার জন্য মুস্তাহাব।[৭৩]

আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে–

أَنْ النَّبِيُّ (ﷺ) لما أراد أن يدعو دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِن خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ : وَلِيْ، يا رَسُوْلَ اللهِ،

---

[৬৭] *মুস্তাদরাক আল হাকিম- হা. ১০০১; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৯৮৫, হাদীস সহীহ।*

[৬৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩১৮০, আলবানী সহীহ।*

[৬৯] *সূরা আল মু'মিনূন : ৫১।*

[৭০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৭২।*

[৭১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৭০৩।*

[৭২] *সহীহুল বুখারী- ৪/৬৫; সহীহ মুসলিম- ৩/১৪১৮।*

[৭৩] *সহীহুল বুখারী- ৫/১০১; সহীহ মুসলিম- ৪/১৯৪৩।*

فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ النبيُّ (ﷺ) : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيْمًا.

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন দু'আ করতে ইচ্ছা করলেন তখন পানি চাইলেন, ওযূ করলেন অতঃপর দু'হাত তুলে বললেন : 'হে আল্লাহ! তুমি কিয়ামতে তাকে অনেক মানুষের উপরে স্থান দিও। আমি বললাম, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি 'আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েসের পাপ ক্ষমা করো ও তাকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করিও।[৭৪]

**১৫. মুখ বরাবর দুই হাত তুলে দু'আ করা :** এ আদবটিও সেখানে ব্যবহৃত, যেখানে মহান আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ আছে। অথবা যেখানে কোনো নির্দেশ নেই সেখানে সাধারণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে এ আদবের খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু হাত তুলে দু'আর শেষে মুখে হাত বুলানো প্রসঙ্গে কোনো সহীহ হাদীস নেই। তাই মুখে হাত বুলানো বিদআত। প্রকাশ থাকে যে, ইস্তিগফার করার সময় একটি আঙ্গুল তুলে ইশারা করে এবং সকাতরে প্রার্থনার সময় দুই হাত মাথা বরাবর লম্বা করে তুলে দু'আ করতে হয়।[৭৫]

**১৬. অশ্রু বিসর্জনের সাথে দু'আ করা :** আল্লাহ তা'আলার নিকট অশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়।[৭৬]

**১৭. অপরের জন্য দু'আ করা :** অপরের জন্য দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। রাসূল (ﷺ) বলেন,

عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) قال قال رسول الله (ﷺ) : دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّما دَعَا لِأَخِيْهِ بخَيْرٍ، قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ به : آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কোনো মুসলমান ভাই তার অপর কোনো অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন। তিনি যখন তার অপর ভাইয়ের জন্য দু'আ করতে থাকেন তখন তার মাথার সামনে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশ্‌তা থাকে সে বলে আমীন তোমার দু'আ কবুল করুন আর যার জন্য দু'আ করছ তার আগে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দান করুন।[৭৭]

**১৮. সৎকাজের অসিলা দিয়ে দু'আ করা :** সৎকাজের অসিলা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা শরিয়তসম্মত। যেমন- হাদীসে বিপদগ্রস্ত তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে পাথর ধসে পড়ার কারণে পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়েছিল। তারা তখন প্রত্যেকে নিজ নেক 'আমলের অসিলা দিয়ে প্রার্থনা করেছিল। একজন মাতা-পিতার উত্তম সেবার কথা বলেছিল। দ্বিতীয়জন ব্যভিচারের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও এ কাজ থেকে বিরত থেকে ছিল। তৃতীয়জন এক ব্যক্তির আমানত রক্ষা ও তাকে ফেরত দিয়েছিল। এরা প্রত্যেকে বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে থাকি তাহলে এ কাজের অসিলায় আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আল্লাহ তিনজনের প্রার্থনাই কবুল করে তাদের বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।[৭৮]

**১৯. কিবলামুখী হওয়া :** দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব। যেমন- হাদীসে এসেছে–

عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال : اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ (ﷺ) الكَعْبَةَ، فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِن قُرَيْشٍ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) কাবার দিকে মুখ করলেন এবং কতিপয় কুরাইশ নেতাদের বিরুদ্ধে দু'আ করলেন।[৭৯] *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

[৭৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৩২৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৯৮।*
[৭৫] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১১৬৮-১১৭০; সুনান নাসায়ী- হা. ১৫১৩; সহীহুল জামি'- হা. ৬৬৯৪।*
[৭৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২২১৫।*
[৭৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৩৩; মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৭৫৫৯; আবি শায়বাহ্- হা. ২৯৭৬৮।*
[৭৮] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৭৯] *সহীহুল বুখারী- হা.৩৯৬০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৯৪।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.



# দীপ্ত পুরুষ ফাত্হে কাদিয়ান সানাউল্লাহ অমৃতসরী

**–নাঈম বিন উবায়দুল্লাহ★**

আমাদের যুগে উম্মাহর একজন জীবন্ত কিংবদন্তি হিসেবে ডা. জাকির নায়েক (হাফিযাহুল্লা-হ)-কে দেখেছি। ১৮৬৮-১৯৪৮ এ সময়ের মধ্যে এমন একজন মুসলিম উম্মাহর কিংবদন্তি ছিলেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিষ্টান, নাস্তিক, শিখ, জৈন, দেওবন্দি, ব্রেলভি, সুফি, বিদআতী, হাদীস অস্বীকারকারী, কাদিয়ানী, শিয়া যেই হোক বা যে মাযহাবের, যে ধর্মের মানুষ হোক না কেন কারো হিম্মত ছিল না তার বিরুদ্ধে মুনাযারায় বিজয়ী হয়ে উঠে আসতে পারবেন, এমন জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছিলেন।

তাফসীর, হাদীস, ফিক্বহ, মানতিক, দর্শন, ধর্মতত্ত্বে তার জ্ঞানের গভীরতা ছিল ব্যাপক ও অতুলনীয়।

প্রখ্যাত হানাফী আলেম মাওলানা সাইয়্যিদ সুলায়মান নাদভী তাকে নিয়ে বলেছিলেন, 'জবান এবং কলমের মাধ্যমে ইসলামের উপর যে-ই হামলা করত, তার হামলা প্রতিরোধে যে সৈনিকটি সর্বাগ্রে সামনে অগ্রসর হতেন তিনি মাওলানা অমৃতসরী।' তিনি হিমালয় থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সর্বদা ছুটতে থাকতেন।

হ্যাঁ। তিনি শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী।

সানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৮৬৮ সালে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই ৭ বছর বয়সে পিতাকে ও ১৪ বছর বয়সে মাতাকে হারান।

এরপর মহান আল্লাহর অপার মহিমায় তিনি জ্ঞানার্জনের দিকে ধাবিত হন। যথাক্রমে মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী, শামসুল ওলামা মাওলানা সাইয়্যিদ নাযীর হুসাইন (রাহিমাহুল্লা-হ)'র কাছে পড়াশোনা করেন। অতঃপর (মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসা, সাহারানপুর) দেওবন্দে সিলেবাসভুক্ত বইগুলো পড়াশোনা করেন। তার সর্বশেষ পাঠশালা ছিল ফয়যে 'আম মাদ্রাসা, কানপুর। এখান থেকে তিনি হেকিমী বিদ্যাও অর্জন করেছিলেন। শিক্ষার্জন শেষে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন।

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর যুগটা ছিল বাহাস-মুনাযারার যুগ। তিনি মৌখিক ও লিখিত উভয় প্রকার বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর মুনাযারার সংখ্যা ১ হাজারের অধিক। সেসময়ের অনেক আলেম তাকে বিতর্কশিল্পের 'ইমাম' খেতাব দিয়েছিলেন। তার মতো এতো বড় মুনাযির সেসময়ে কেউই ছিল না। আল্লাহ তাকে এমন জ্ঞান দিয়েছিলেন, তিনি যাদের সাথে মুনাযারা করতেন তাদেরকে সবসময় দৌড়ের উপর রাখতেন। প্রতিপক্ষও মুগ্ধ হয়ে যেতো তার উপর। মহান আল্লাহর অশেষ রহমত ও দয়ায় তিনি বিজয়ী হয়ে ফিরতেন। তিনি সবচেয়ে বেশি বিতর্ক করেছেন কাদিয়ানী, হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের সাথে।

তার সবচেয়ে বড় কারনামা হচ্ছে ফাতিহে কাদিয়ানীয়াত। তিনি সর্বপ্রথম ভণ্ড নবী মীর্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে কলম, মুনাযারা ও প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তার বিরুদ্ধে তিনি মুবাহালার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই মুবাহালায় বিজয়ী হয়ে তিনি ৪০ বছর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। আর তার মৃত্যুর ৪০ বছর আগে ১৯০৮ সালে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মারা গিয়েছিল। এই ৪০ বছর খতমে নবুওয়াতের জীবন্ত মু'জিযাহ্ হিসেবে পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী।

তারই হাত ধরে সর্বপ্রথম আহলে হাদীসদের দীপ্তি নকিবরূপে ভারতীয় উপমহাদেশ ও উর্দু সাহিত্যাকাশে ১৯০৩ সালে একটি নতুন পত্রিকা 'সাপ্তাহিক আহলে হাদীস'-এর আবির্ভাব ঘটে। যা দীর্ঘ ৪৪ বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ খেদমত করেছে। রচনা করেছেন ১৩৬টি ইল্মী গ্রন্থ (মতান্তরে ১৮৯টি)। রচনা

★ *সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, চণ্ডীপুর শাখা শুব্বান, মনিরামপুর, যশোর। অধ্যয়নরত, গণিত বিভাগ, সরকারি এম. এম কলেজ, যশোর।*

করেছেন তাফসীর, কলম ধরেছেন কাদিয়ানী, খ্রিষ্টান, আর্যসমাজ, বিদ'আতিদের খণ্ডনে, এছাড়া হাদীস, ফিক্বহ, ফাতাওয়া, দা'ওয়াত, সাহিত্য এসব বিষয়েও বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে আলেমদের সংগঠন 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ'-এর স্বপ্নদ্রষ্টা, উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছিলেন সর্বভারতীয় আহলে হাদীস সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স'-এর আজীবন সেক্রেটারি।

লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিতেও ছিলেন সক্রিয়। ১৯২০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ার পর অমৃতসরী মুসলিম লীগে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। উক্ত অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে এক অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'লাহোর প্রস্তাব' দেন। সেখানে যেসব আলেমরা দা'ওয়াত পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে সানাউল্লাহ অমৃতসরীও ছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি এই অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে এক সম্মেলনে মুসলিম লীগের সাথে আহলে হাদীস জামা'আতের সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেন।

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর জীবনের গোধূলিলগ্নে দেশ বিভাগের সময় ঘনিয়ে এলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তীব্র আকার ধারণ করে। এই দাঙ্গায় ১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট বোমা বিস্ফোরণে সিয়ামরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন তার প্রিয় পুত্র মৌলভী আতাউল্লাহ।

অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং ৭ মাস পর ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ ৮০ বছর বয়সে পাকিস্তানের সারগোদায় এই 'ইল্মী মহীরুহ নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

আমরা তার জন্য দু'আ করি। আল্লাহ তা'আরা তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তার কবরকে আলোকিত করুন। তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে স্থান দিন —আমীন। ☒

পরিবেশ দূষণ আমার, আপনার সবার জন্যই ক্ষতিকর। আজকের শিশুরা পরিবেশ দূষণের কারণে নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তাই আসুন! নতুন প্রজন্মকে একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হই।


## দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কী কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক 'আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রহী? তাহলে নিয়মিত পাঠ করুন– মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক **"সাপ্তাহিক আরাফাত।"** বর্ধিত কলেবরে, আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ প্রবন্ধসম্বলিত সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে। প্রশ্ন পাঠাতে খামের উপর অবশ্যই **"পাঠকের জিজ্ঞাসার জবাব"** কথাটি লিখতে হবে।

**নিজে গ্রাহক হোন, অপরকেও উৎসাহিত করুন।**

**প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা–**

**ফাতাওয়া বিভাগ, সাপ্তাহিক আরাফাত**

**জমঈয়ত ভবন**, ৭৯/ক/৩, বিবির বাগিচা ৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪। ✆ ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭

**E-mail:** weeklyarafat@gmail.com

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

## কাসাসুল কুরআন

# আসহাবে কাহাফের ঘটনা

**–আবু তাহসীন মুহাম্মদ**

*[পর্ব- ২]*

আল্লামা হাফেয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর রচিত ‘তাফসীরে ইবনু কাসীর’-এ ও মুফতী শফী (রাহিমাহুল্লাহ) রচিত ‘তাফসীরে মা‘আরেফুল কুরআন’-এ আসহাবে কাহ্ফের পরিচয় তুলে ধরেছেন। নিম্নে উল্লেখিত তাফসীরবিদদের ভাষ্য অনুযায়ী পাঠকদের নিকট আসহাবে কাহ্ফের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফ বা গুহাবাসী যুবকরা ছিল তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের রাজ বংশের সন্তান এবং ক্বওমের নেতা। যুবকদের জ্ঞাতী-গোষ্ঠী মূর্তি পূজারী ছিল। তারা দেব-দেবীর পূজা করতো এবং প্রতিমার নামে পশু যবাই করত। প্রতি বছর শহরের বাইরে একটি মেলা বসত। সে উৎসবের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল প্রতিমা পূজা এবং মূর্তির নামে পশু কোরবানি করা সংক্রান্ত। দাকয়ানূস নামের এক ব্যক্তি ছিল তাদের বাদশাহ। সে ছিল ভয়ংকর অত্যাচারী। সে তার জাতিকে মূর্তি পূজায় বাধ্য করতো। একবার আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা সে মেলায় উপস্থিত হয়ে দেখলো, তাদের ক্বওমের লোকেরা সেখানে প্রতিমার উপসানা করছে ও প্রতিমার নামে পশু কোরবানি করছে। এ অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত করলেন। ফলে ক্বওমের এ ধরনের বিবেকহীন ও নির্বোধসূলভ কাজ কর্মের প্রতি তাদের অন্তরে ঘৃণার জন্ম নিলো। তারা তাদের বিবেকের মাধ্যমে এ কথা বুঝতে পারলো, যে মহান সত্ত্বা আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তিনিই উপাসনার বা ‘ইবাদতের পাত্র। যুবকরা প্রতিমা পূজার মতো গর্হিত কাজ থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করতে প্রত্যেকেই মেলা থেকে প্রস্থান করলো, তাদের একজন মেলা থেকে দূরে এক গাছের নিচে বসল। এভাবে পর্যায়ক্রমে সব যুবক ঐ গাছের নিচে অবস্থান নিলো। কিন্তু তারা একে অপরকে চিনত না এবং এখানে আসার উদ্দেশ্যও তাদের অজানা ছিল। অতঃপর এক পর্যায়ে সমমনা এ দলটি একে অপরের বন্ধু ও সাথী হয়ে গেল। তারা ক্বওম থেকে আলাদা একটি উপসনালয় তৈরি করে এক মহান আল্লাহর ‘ইবাদতে লিপ্ত হলো। গুপ্তচর মারফত বাদশাহ দাকয়ানূসের কানে এ সংবাদ পৌঁছাল। বাদশাহ তাদেরকে দরবারে তলব করে তাদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সাহস দান করলেন। তারা নির্ভয়ে তাদের ঈমানের কথা ব্যক্ত করল এবং বাদশাহকেও ঈমানের দা‘ওয়াত দিলো।

এ ঘটনার বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ إِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُوْنِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾

অর্থাৎ- “এবং আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম, তারা যখন উত্থিত হলো। অতপর তারা বলল আমাদের পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করব না, করলে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে।”[৮০]

তারা যখন নির্ভয়ে বাদশাহকে ঈমানের দা‘ওয়াত দিলো তখন বাদশাহ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানালো এবং তাদেরকে প্রতিমা পূজায় ফিরিয়ে আনতে ভয় দেখালো। তাদের শরীর থেকে রাজকীয় পোষাক খুলে নেওয়া হলো। এত কিছুর পরও যুবকরা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করলো না। তখন বাদশাহ তাদেরকে তাদের ধর্মমত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়ে বলল এখনও যদি তোমরা স্ব-জাতীর ধর্মে ফিরে আসো তবে তোমাদের মর্যাদা পুনর্বহাল করে দেয়া হবে, অন্যথায় তোমাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যুবকদের জন্য অত্যাচারী বাদশাহর পক্ষ্য থেকে চিন্তা-ভাবনার এ সুযোগ দান ছিল আল্লাহ তা‘আলার অপার মেহেরবানী ও কৃপা। তারা এ সুযোগে শহর থেকে পলায়ন করে গুহায় আত্মগোপন করলো। ☒

[৮০] *সূরা আল কাহ্ফ : ১৪।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.



# নফল ‘ইবাদত কী সত্যিই ফযীলতপূর্ণ?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

**আরাফাত ডেস্ক :** ইসলামে ‘ইবাদত (عبادة) হলো মহান আল্লাহর প্রতি বান্দার পূর্ণ আত্মসমর্পণের বহিঃপ্রকাশ। এই ‘ইবাদত ফর্‌য, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল –এই চারটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে নফল ‘ইবাদত হলো স্বেচ্ছায় আদায়কৃত এমন ‘ইবাদত যা সরাসরি ফর্‌য নয়, কিন্তু তার মাধ্যমে মু’মিন মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। বর্তমান গবেষণাপত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নফল ‘ইবাদতের তাৎপর্য, প্রকারভেদ, আত্মিক প্রভাব এবং সামাজিক উপযোগিতা আলোচিত হয়েছে।

**১. নফল ‘ইবাদতের সংজ্ঞা ও ধরণ :** “নফল” শব্দটি আরবি نَفْلٌ (naflun) থেকে এসেছে, যার অর্থ অতিরিক্ত, উপরি বা স্বেচ্ছায় আদায়কৃত। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, নফল ‘ইবাদত হলো– মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ফর্‌য বা ওয়াজিবের অতিরিক্ত যা কিছু করা হয় তা-ই নফল।

**প্রকারভেদ :**

→ নফল সালাত (তাহাজ্জুদ, ইশরাক, দুহা, আওয়াবিন ইত্যাদি)।

→ নফল সিয়াম (সোম ও বৃহস্পতিবার, আশুরা, আরাফা দিবস)।

→ নফল সাদাক্বাহ্।

→ নফল দু‘আ ও যিক্‌র।

→ নফল ইতিকাফ, ‘উমরাহ্ ইত্যাদি।

**২. কুরআনের আলোকে নফল ‘ইবাদতের গুরুত্ব–** কুরআনে “নফল” শব্দটি উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহৃত না হলেও “তাত্বওয়ু” (تَطَوُّع) বা অতিরিক্ত ‘ইবাদত করার প্রেক্ষিতে একাধিক বার্তা এসেছে।

**২.১. মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম :**

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ.

“আমার বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নফল ‘ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে, আমি তাকে ভালোবাসি।”[৮১]

**২.২. নেক ‘আমলের বহুগুণ প্রতিদান :**

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

“যে কেউ একটি ভালো কাজ করে, সে তার জন্য দশগুণ প্রতিদান পাবে।”[৮২]

এ আয়াতের আলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা প্রতিটি নফল ‘ইবাদতের প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

**৩. সহীহ হাদীসের আলোকে নফল ‘ইবাদতের ফযীলত–**

**৩.১. ফর্‌য ‘ইবাদতের ঘাটতি পূরণে সহায়ক :**

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ... فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ : انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ.

“কিয়ামতের দিন মানুষের প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের। যদি ঘাটতি থাকে, আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, ‘তাঁর নফল ‘ইবাদত আছে কি-না, তা দেখো।’ তা দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে।”[৮৩]

**৩.২. মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন :** হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে–

“...নফল ‘ইবাদতের মাধ্যমে যখন বান্দা আমার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে, আমি তাকে ভালোবাসি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, হাত ও পা হয়ে যাই...।”[৮৪]

---

[৮১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫০২।*
[৮২] *সূরা আল আন‘আম : ১৬০।*
[৮৩] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৮৬৪।*
[৮৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫০২।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

এটি নফল 'ইবাদতের চূড়ান্ত আত্মিক প্রভাবের প্রমাণ।

**৪. নফল 'ইবাদতের সামাজিক ও আত্মিক প্রভাব :** ইসলামে ফর্য 'ইবাদতের পাশাপাশি নফল 'ইবাদতেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নফল অর্থ অতিরিক্ত বা অতিরিক্তভাবে করা 'আমল, যা ফর্য নয় তবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়। এই 'ইবাদতগুলো ব্যক্তি চরিত্র গঠনে, সমাজে শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এবং আত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**৪.১. আত্মশুদ্ধি :** নফল 'ইবাদত যেমন- তাহাজ্জুদ, ইস্তিগফার, নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি বান্দার অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে। এর ফলে আত্মা পবিত্র হয়, অন্তর শান্ত হয় এবং পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখা সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"নিশ্চয়ই সালাত (নামায) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৮৫]

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

"তাহাজ্জুদের নামায তোমার পূর্ববর্তী সৎ লোকদের অভ্যাস ছিল, এটি তোমার রবের নৈকট্য, পাপ মোচন, গুনাহ থেকে বিরত থাকা ও দেহের জন্য উপকারী।"[৮৬]

**৪.২. ধৈর্য ও সংযম বৃদ্ধি :** নফল রোযা (যেমন- সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা, শাওয়ালের ৬টি রোযা, আশুরা, আরাফা ইত্যাদি) মানুষের মধ্যে ধৈর্য ও সংযমের গুণাবলি সৃষ্টি করে। এটি আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত রাখে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন : "রোযা হলো ঢালস্বরূপ।"[৮৭] এর অর্থ, রোযা মানুষকে পাপ ও মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করে, যা ধৈর্য ও সংযমের চর্চা নিশ্চিত করে।

**৪.৩. সামাজিক সহমর্মিতা :** নফল দান-সাদাক্বাহ্ গরিব ও অসহায় মানুষের কষ্ট লাঘবে সাহায্য করে। এতে ধনী-দরিদ্রের মাঝে সহানুভূতি, মানবতা এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। ইসলামে দানকে অত্যন্ত মহৎ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আত্মা দৃঢ় করার জন্য।"[৮৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

"মু'মিনদের পরস্পরের প্রতি দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত একটি শরীরের মতো। শরীরের এক অঙ্গ ব্যথিত হলে সম্পূর্ণ শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে।"[৮৯]

নফল 'ইবাদত মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, চরিত্র গঠনে সাহায্য করে এবং সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে। তাই প্রতিটি মু'মিন মুসলমানের উচিত ফর্য 'ইবাদতের পাশাপাশি নিয়মিত নফল 'ইবাদতের চর্চা করা। এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে।

**উপসংহার :** নফল 'ইবাদত ইসলামী জীবনের এক অনন্য উপাদান, যা ফর্য 'ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের পথ সুগম করে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নফল 'ইবাদতের গুরুত্ব যেমন ব্যক্তিগতভাবে গভীর, তেমনি সামাজিক জীবনেও এর ইতিবাচক প্রভাব অপরিসীম। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত, দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে নফল 'ইবাদতের চর্চা করা এবং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সফলতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া।

**গ্রন্থপঞ্জি (References) :**


১. Al-Qur'an –Translation & Tafsir by Ibn Kathir.
২. Sahih al-Bukhari, Hadith 6502.
৩. Sahih Muslim, Kitab al-Salat.
৪. Sunan Abu Dawud, Hadith 864.
৫. Tirmidhi, Kitab al-Salah.
৬. Fiqh al-Ibadat –Sheikh Salih al-Fawzan.
৭. Al-Mughni –Ibn Qudamah.
৮. Riyadh as-Salihin –Imam an-Nawawi.


[৮৫] *সূরা আল 'আনকাবূত : ৪৫।*
[৮৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৪৯।*
[৮৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৪।*
[৮৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬৫।*
[৮৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

## সাময়িক প্রসঙ্গ

# বাবা, তুমিই সেরা

–মো. কায়সার আলী★

"মরিয়া বাবর অমর হইয়াছে,
নাহি তার কোনো ক্ষয়,
পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরনের পরাজয়।"

মহামতি দিল্লীর সম্রাট বাবর ছিলেন মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্বীয় বীরত্ব ও বিচক্ষণতায় মোঘল বংশের ভিত রচনা করেন। প্রাণ প্রিয় পুত্র হুমায়ূনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন করে তিনি বিশ্বের ইতিহাসে স্নেহবৎসল পিতা হিসেবে অনন্য নজীর স্থাপন করে গেছেন। তাঁর পুত্র হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত। রাজ্যের সকল বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁকে সারিয়ে তোলার কাজে সদা নিয়োজিত। কিন্তু এই অজ্ঞাত রোগ থেকে রাজকুমারের পরিত্রাণ হচ্ছে না। অস্ত রবির মতো তাঁর জীবন প্রদীপটা ক্রমশ নিভে আসছে। বাবর হেকিমদের ডেকে ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন এই রোগ হতে শাহজাদা মুক্তি পাবে কি? উত্তরে সবাই নীরব নিস্তব্ধ। এই নিষ্ঠুর নীরবতা বাদশাহর বুকে শেল হয়ে বিধঁলো।

এমনি সময় জনৈক দরবেশ বললেন, সম্রাট যদি তাঁর শ্রেষ্ঠ ধন মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারেন তবেই মহান আল্লাহর রহমতে শাহজাদার প্রাণ রক্ষা পেতে পারে। বেদনা বিধূর সম্রাট গভীরভাবে উপলদ্ধি করলেন, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন তাঁর নিজ জীবন। তবু তাঁর কোনো শঙ্কা নেই। তিনি আন্তরিকভাবেই চান তাঁর জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন বেঁচে থাক। তখন বাবর নিজ গৃহে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর দরবারে নিজ জীবনের বিনিময়ে পুত্রের রোগমুক্তি কামনা করেন। আল্লাহ পাক তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন, সেই দিন থেকে বাবরের রোগ লক্ষণ দেখা দিলো এবং হুমায়ুনের রোগ মুক্তি হলো। মহান পিতার মৃত্যুর অতল জীবন ফিরিয়ে দেন পুত্রের নতুন ঊষার আলো। বাৎসল্য বাবর এই মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন।

আসলে পিতা চিরকালই বৃক্ষ। আপন প্রাণরস দান করে ফল সতেজ রাখাই বৃক্ষের ধর্ম। পিতাও তাই প্রাণ রস দান করে সতেজ রাখেন পুত্র নামক ফলকে। আর এভাবেই জন্মদাতা, পিতা বা বাবাদের ভালোবাসা, আদর, সোহাগ, সন্তানের প্রতি অক্টোপাসের মতোই মায়ার জালে বন্দি হয়ে আছে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত। Sorry এভাবেই থাকবে পৃথিবীর ধ্বংসের শেষ দিন পর্যন্ত।

গত ১৫ জুন, রোববার, বিশ্ব বাবা দিবস। প্রতি বছরের জুন মাসের তৃতীয় রবিবার সারা বিশ্ব জুড়ে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে বাবা দিবস। ১৯১০ সালে আমেরিকার সেনোরা লুইসের একান্ত প্রচেষ্টায় প্রথম বারের মতো বিশেষ এই দিনটি উদযাপিত হয়। সেনোরা ছিলেন ৬ ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মা ইলেন স্মার্ট যখন মারা যান তখন সেনোরার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা উইলিয়াম স্মার্ট সন্তানদের মানুষ করার দায়িত্ব নেন। সারাক্ষণ তিনি তাদের দেখে শুনে রাখতেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও স্মার্ট তাঁদের মায়ের অভাব এতটুকু বুঝতে দেননি। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন স্থায়ীভাবে বাবা দিবসকে রাষ্ট্রীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাৎপর্যের সাথে পালিত হচ্ছে বাবা দিবস। ১৯৭৪ সালে সেনোরা স্মার্টকে তার অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়। আমাদের সকলের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ও আজ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে। বিশ্বের কয়েকটি দেশে বিভিন্ন তারিখে বাবা দিবস পালিত হলেও আজ ৮৭টি দেশে বিশ্ব বাবা দিবস পালন করছে।

এই পৃথিবীতে অনেক ঘটনাই ঘটে যা কল্পনার অতীত বা চিন্তার বাইরে। প্রাচীন ইরানের মহাকবি ফেরদৌসী (যেহেতু তিনিও একজন মহান বাবা) তাঁর মেয়ের সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য গজনীর সুলতান মাহমুদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি শ্লোকের জন্য একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার শর্তে পৃথিবীর অন্যতম মহাকাব্য শাহনামা ৭টি বৃহৎ খণ্ডে ৬০ হাজার শ্লোকে

---

★ *লেখক : শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

৩০ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রম করে রচনা করেন। মহাকাব্য গ্রন্থটি প্রাচীন ইরানের রাজা-বাদশাহ ও বীর পুরুষদের কাহিনী নিয়ে রচিত। ষড়যন্ত্রকারীদের কুবুদ্ধিতে সুলতান মাহমুদ ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ৬০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা মতান্তরে ৬০ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। স্বর্ণমুদ্রা না পেয়ে ক্ষোভে, ক্রোধে ও দুঃখে কবি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে অনেক দেরীতে সুলতান নিজ ভুল বুঝতে পেরে প্রাপ্য ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দূত মারফত কবির বাড়ীতে প্রেরণ করে জানতে পারেন যে, কবি আর পৃথিবীতে নেই। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবির মেয়ে সেই স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেননি। সেই মহাকাব্যের গৌরব গাথা সোহরাব রোস্তম অর্থাৎ- পিতা-পুত্রের অমর কাহিনী আজ সারা বিশ্বে প্রচারিত। প্রাচীন ইরানের জাতীয় বীরযোদ্ধা মহাবীর রোস্তম তাঁর অতুলনীয় শক্তি ও সাহসের জন্য পৃথিবীর মানুষের কাছে কিংবদন্তির মহানায়ক। মহাবীর রোস্তম যেমন একজন জাতীয় বীর তাঁরই পুত্র সোহরাব তাঁর পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী।

মহাবীর রোস্তমের জীবন অত্যন্ত করুন এবং মর্মন্তুদ। কৌশলে বীরত্বের রীতির কথা বলে পরের দিন নিজেই সুযোগ বুঝে তীক্ষ্ম ম্লধার তলোয়ার বের করে সোহরাবের বুকে ঢুকিয়ে দেন। সোহরাবের বুকের তাজা রক্তের সাথে সাথে বের হতে থাকে প্রকৃত পরিচয়। ধীরে ধীরে সোহরাবের নিস্পন্দ দেহ পিতার বক্ষে আশ্রয় লাভ করে। তখন নির্জন গিরিপথে কোনো প্রাণী ছিল না। আকাশের সূর্য এসে সোহরাবের মুখে পড়েনি। কোনো বিদায় রাগিনী বেজে উঠে সেই বিদায় দৃশ্যকে বিহ্বল করেনি। তখন রোস্তমের বুক ফাটা হাহাকার আর কান্না পাহাড়ে ধাক্কা লেগে এক বেদনা বিধূর বিলাপ তৈরি করেছিল :

“সোহরাব ফিরে আয় বাবা, ফিরে আয় সোনামানিক,
কথা বল বাবা, বাবা বলে একবার ডাক।”

প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে বারবার বলছিল নেই সোহরাব নেই। দিবসের শেষ সূর্য যখন পর্বতের ওপারে ঢলে পড়ল, তখনো হতভাগ্য মহাবীর রোস্তম ছেলের প্রাণহীন দেহ বক্ষে ধারণ করে বারবার বলছে–

“আয় সোহরাব ফিরে আয়।”

মহাবীর রোস্তম বীর হিসেবে যুদ্ধে একবার জিতেছেন কিন্তু পিতা হিসেবে চিরতরে হেরে গেছেন। বাবা দিবস সম্পর্কে লিখতে গেলেই মনে পড়ে কলম জাদুকর হুমায়ূন আহমেদ-এর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ “নিউইয়র্কের নীল আকাশে ঝকঝকে রোদ” এ তিন ডাবলিউ প্রসঙ্গে স্যার লিখেছেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস গিয়েছি। হোটেলে ওঠার সামর্থ্য নেই। বন্ধুর বাসায় উঠে রাতে ক্যাম্পিং করতে জঙ্গলে গিয়েছি গভীর রাতে দ্বিতীয়া মেয়ে ১২/১৩ বছরের শীলার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙ্গে। দেখি শীলা বসে আছে আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি বললাম, মা কী হয়েছে? শীলা বলল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমি সারারাত তার পাশে থাকার কথা বলি, তখন শীলা একপর্যায়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাল। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে শীলা বলে, বাবা তুমি একজন ভালো মানুষ। আমি বললাম, “মা! পৃথিবীতে অসংখ্য খারাপ মানুষ আছে, একজনও খারাপ বাবা নেই।”

শুধু পারিবারিকভাবেই নয় সামাজিকভাবেও দেখেছি প্রতিবেশী বাবারা তাদের প্রিয় সন্তানদেরকে প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে যেতে। বর্ষার দিনে গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথে সন্তানদের কাঁধে, কোলে, পিঠে নিয়ে ছোট্ট-নালা, কাঁদাযুক্ত ময়লা পানিভরা রাস্তা পার হতে। হঠাৎ বৃষ্টি আসলে নিজ কাঁধে সন্তানদের বসিয়ে মাথার উপর দিয়ে ছাতা মেলে ধরতে যাতে বৃষ্টি নিজের গায়ে যত পড়ুক কিন্তু সন্তানের গায়ে একফোঁটাও পড়তে দিবে না। যদি কোনো কারণে সন্তান ভিজে যায় পিতা সঙ্গে সঙ্গে নিজ গামছা বা অন্য কোনো শুকনো কাপড় দিয়ে অতি যত্ন সহকারে সন্তানদের গা মুছে দিতে দেয়। কোনো কারণে অথবা ব্যস্ততায় কোনোদিন তাদের বাবারা বিদ্যালয়ে, কোচিং বা প্রাইভেটে না এলে সন্তানেরা বাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। বাড়িতে তারা বাবার সাথে হাত ধরে গল্প করতে করতে ফিরে যাবে, কোনোকিছু কিনে খাবে, বায়না ধরবে, মজা করবে আরও কত কি? আমার মনে হয় পৃথিবীতে শাসক হলেও বাবাদের হৃদয়টা কিছুটা নারকেলের মতো, “উপরে শক্ত আর ভিতরে তুলতুলে নরম”।

মোঘল সম্রাট শাহজাহান এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী বস্তু হলো

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

"পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ"। হৃদয়ের অকৃত্রিম বন্ধনে বদ্ধ বাবা এবং সন্তান। তাই সন্তানের চোখ দিয়ে পানি পড়লে বাবাদের চোখ দিয়ে রক্ত ঝরে। সন্তান অসুস্থ হলে বাবাদের হৃদয় পুড়ে যায়। কষ্ট পেলে মনে বা অন্তরে ঘা হয়, ব্যাথা পেলে বেদনার ছাপ তাদের চোখে মুখে আপ্লুত হয়। বাবাদের ভালোবাসা বর্ষার নদীর উপচে পড়া ঢেউয়ের মতো, ঝর্ণার ঝর ঝর ধারার মতো, প্রকৃতির মায়বিনী রুপের মতো, সকালের সোনাঝরা রোদের মতো আর বৃষ্টির টুপটাপ শব্দের মতো। সন্তান জন্মের পূর্ব থেকেই একবুক ভালোবাসা আর সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কিভাবে গড়বে তার চিন্তায় সারাদিন মগ্ন থাকেন বাবা। কি খাবে? কোথায় পড়বে? কোন খেলনা পছন্দ করবে? কিভাবে আলোকিত মানুষ হবে? আরও অনেক কিছু?

বিয়ের দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর পর আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর সন্তান হওয়ায় তার যে কি সীমাহীন আনন্দ, আমি নিজে তা দেখে লিখছি। সর্বদা তার কোলে রাখত তার ছেলেটিকে। তার কাছেই শুনেছি আমি দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর পর বাবা হয়েছি এই সন্তানের মাঝেই আমি চিরকাল বেঁচে থাকব। ও আমাকে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বাবা বলে ডেকেছে এবং ওই আমার বংশের ধারাকে রক্ষা করবে। Child is the Father of a Man.

আজ আমরা (সন্তানেরা) অনেক বড় হয়েছি আর আমাদের বাবারা হয়েছেন বৃদ্ধ। একটু পেছনে ফিরে তাকালেই স্মৃতির অ্যালবামে কিংবা ঘরের দেয়ালের ছবিতে দেখা যায় বাবা কোলে নিয়ে কিংবা আদর করে, চুমু দিয়ে সন্তানের সাথে বা পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন কালের স্বাক্ষী হিসেবে। ঐ স্মৃতির ছবির দিকে তাকালেই হৃদয়ের মানসপটে ভেসে আসে গ্রামীন ফোন নির্ভয় ফ্রি বীমার সেই অনিন্দ্যসুন্দর বিজ্ঞাপনটি। যার মধ্যে অনেক বাস্তব শিক্ষা আছে। বাবা এবং ছোট্ট সোনামণি মেয়েটি একটি ঘরে এসেই মেয়েটি দু'টো চোখ বন্ধ করে সাত, আট, নয়, দশ পর্যন্ত গণনা করে। এরই মধ্যে খেলার ছলে বাবা একটু আঁড়ালে (লুকোচুরি খেলা) চলে যায়। তখন ছোট্ট ঐ মায়াভরা মেয়েটি বাবা তুমি কই, তুমি কই বাবা বলে বাবাকে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে আর তখন মুখে হাসির পরিবর্তে আফসোস বা টেনশন বাড়তে থাকে। তখন তার দু'চোখ বেয়ে মুক্তোর দানার মতো একাধারে অশ্রু ঝরতে থাকে। কণ্ঠে বাবাকে ফিরে পাবার আকুতি, হৃদয়ে প্রাণভরা মিনতি আর বিনীত আবেদন দু'টো হাত দিয়ে বাবাকে স্পর্শ করার আবেগ, ব্যাকুলতা আর প্রাণভরা অস্থিরতা। একটু পরে বাবা আর সহ্য করতে না পেরে ফিরে এলেই মেয়েটি কান্না থামিয়ে বাবাকে বুকের মাঝে জাপটে ধরে। আবার হারিয়ে না যাবার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় এবং অঙ্গীকার আদায় করে। তখন বিবেক বলে উঠে–

"আপনি না থাকলে ওকে আগলে রাখবে কে?"

মেয়েটি তখন তার নিরাপত্তা, আশ্রয়, ঠিকানা, ভরসা এবং সবকিছুই বাবার কাছে ফিরে পায়। আর বাবাও বাধ্য হয়ে ভালোবাসার কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে আর কখনো এভাবে হারিয়ে যাবে না। আচ্ছা বাবা কি কখনো হারিয়ে যেতে পারে? সন্তানের বিপদে দূরে থাকতে পারে? সন্তানের অশ্রু দেখতে পারে? পারে না বলেই তো তিনি সন্তানের বাবা, মহীয়ান বাবা, মহান বাবা এবং আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় বাবা। বাবা দিবস আজ থেকে পৃথিবীর সর্বত্র সফল হোক সার্থক হোক এ প্রার্থনা করি।

তবে পৃথিবীর সকল সন্তানেরা তাদের বাবাদের যথাসাধ্য বৃদ্ধবয়সে তাদের পরিবারের মধ্যে রেখে পরম যত্ন, অসীম ভালোবাসা, সেবা ও শুশ্রুষা দিয়ে পিতার চোখের পানি মুছে দিয়ে, সকল হতাশা আর হাহাকার, ব্যাথা, বেদনা, কষ্ট যেন চিরতরে ভুলিয়ে দিতে পারে এবং স্মৃতির মণিকোঠা থেকে চিরতরে হারিয়ে ফেলতে পারে?

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভূবণ বিখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী নচিকেতার অমর আকুতি, বেদনা, মিনতি ও আক্ষেপ ভরা ঐ কালজয়ী গানটি। যেই গানটি কম্পিউটারে লিখতে গেলে হাত দু'টো কাঁপতে থাকে এবং আঙ্গুলের মাথাগুলো কী-বোর্ডকে বলে– ওহ! দুঃখিত আর টাইপ করতে বা লিখতে পারছি না।

"ছেলে আমার মস্ত মানুষ, মস্ত অফিসার।
মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এপার-ওপার।
নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামী দামী।
সবচাইতে কম দামী ছিলাম একমাত্র আমি।
ছেলের আমার– আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম–
আমারে ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম...।"

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.



# ইব্‌রা-হীমী চেতনা

-আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

"ইব্‌রা-হীমী চেতনা" বলতে বোঝানো হয় সেই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চিন্তাধারাকে, যা নবী ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-এর জীবনের মূল ভিত্তি ছিল এবং যা তাওহীদ (এক মহান আল্লাহর উপাসনা), আত্মত্যাগ, আনুগত্য ও মানবতার কল্যাণের প্রতি গভীর নিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মহান আল্লাহর আদেশে নিজের সন্তান ইসমা'ঈল (আলায়হিস সালাম)-কে কুরবানির জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এটি আত্মত্যাগ ও আনুগত্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

আনুগত্য ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর জীবন ছিল মহান আল্লাহর আদেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রতীক। তিনি জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় সফল হন।

মানবতার দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআনে ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-কে "ইমামুন লিন্নাস" (মানবজাতির জন্য নেতা) বলা হয়েছে।[৯০] তাঁর জীবনধারা ছিল মানবতার কল্যাণে নিবেদিত। তিনি মহান আল্লাহর আদেশে নিজের সন্তান ইসমা'ঈল (আলায়হিস সালাম)-কে কুরবানির জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এটি আত্মত্যাগ ও আনুগত্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নবী ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম) বহু বছর মহান আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইসমা'ঈল (আলায়হিস সালাম)-এর পিতা হন। কিন্তু যখন সেই সন্তান কিছুটা বড় হলো এবং পিতার পাশে হাঁটাচলা করতে পারল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন :

﴿إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰ﴾

"তখন আমি স্বপ্নের দেখেছি আমি তোমাকে জবাই করছি, এই ব্যাপারে তোমার মতামত কি।"[৯১]

এই আদেশ ছিল কেবল পরীক্ষা, কিন্তু ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম) এতটুকু দ্বিধা করেননি। মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করতে।

ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম) প্রমাণ করে দেন, মহান আল্লাহর আদেশের কাছে সবকিছু -এমনকি সবচেয়ে এবং প্রিয় জিনিসটিও -ত্যাগ করা যায়।

আত্মনিবেদন পূর্ণ পরীক্ষা, ইব্‌রা-হীম ও ইসমা'ঈল (আলায়হিস সালাম) উভয়েই নিজের ইচ্ছাকে মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেছিলেন। এই নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনই কুরবানীর প্রকৃত চেতনা।

ত্যাগের মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়া, কুরবানীর মাধ্যমে একজন মুসলমান মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চায়, কেবল পশু জবাই নয়; বরং নিজের অহংকার, লোভ, হিংসা ইত্যাদিকে "কুরবানী" করা এই চেতনার অন্তর্নিহিত অর্থ।

কুরবানীর গোশ্‌ত বিতরণ, দরিদ্রদের সহযোগিতা এবং সমাজে সাম্য ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠাও ইব্‌রা-হীমী চেতনার এক অনন্য রূপ।

আজও যখন মানুষ স্বার্থ, ক্ষমতা, ভোগ-লালসার দাসত্বে আবদ্ধ, তখন ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-এর ত্যাগের এই চেতনা আমাদের শেখায়- দায়িত্ব নিতে, আত্মত্যাগ করতে, নৈতিকতা ও মহান আল্লাহর পথে অবিচল থাকতে।

সারকথা, কুরবানীর মাধ্যমে ইব্‌রা-হীমী চেতনা আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, ঈমানকে দৃঢ় করে এবং সমাজে ন্যায়ের ভিত্তি গড়তে সাহায্য করে। ☒

* *অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

[৯০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৪।*

[৯১] *সূরা আস্ সা-ফ্‌ফা-ত : ১০২।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.



# আদর্শ শিক্ষকের পরিচয় ও জাতির কাণ্ডারী

-মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)*

শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষার্থীর জন্য একজন সংশোধনকারী ও পথপ্রদর্শক। কারো পক্ষে কোনো শিক্ষকের মাধ্যম ছাড়া বিদ্যা অর্জন করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি শিক্ষক ছাড়া শুধু বই পুস্তক পড়ে বিদ্যা অর্জন করে, সে কোনো দিন শিক্ষার পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না। মনীষীগণ আরো বলেছেন, শিক্ষকের দৃষ্টান্ত একজন মালীর মতো। একটা বাগানের সমৃদ্ধি যেমন মালীর পূর্ণ দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে তেমনিভাবে একজন শিক্ষার্থীর জীবনের উন্নতি-অবনতি শিক্ষকদের দৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

**শিক্ষকের মর্যাদা :** ইসলাম শিক্ষককে মহান ব্যক্তিত্ব ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে। যার বিবরণ কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। যেমন- আল্লাহ বলেন,

﴿الرَّحۡمٰنُ ۙ عَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَ﴾

"করুনাময়। শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।"[৯২]

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা নিজেই সর্বপ্রথম শিক্ষক। সুতরাং যে কাজ আল্লাহ তা'আলা করেছেন উক্ত কাজে যে ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করবে তার চেয়ে আর কেউ সম্মানের অধিকারী হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার 'রহমান' নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন শিক্ষকের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটি থাকতে হবে তা হলো দয়া। হাদীসে বর্ণিত আছে– রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[৯৩]

শুধু তাই নয়, সব নবী-রাসূলরা পৃথিবীতে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। অন্য আরো একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষকদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।'[৯৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষকদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনাই করেছেন, শুধু এতটুকুই নয়; বরং তিনি শিক্ষকদের জন্য দু'আও করেছেন। যেমন- তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সুখি স্বচ্ছল রাখুন ওই ব্যক্তিকে যে আমার কোনো বাণী শোনে তা যথাযথভাবে স্মরণ রাখে এবং সংরক্ষণ করে অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়।

উপরোল্লেখিত বর্ণনার ভিত্তিতেই 'উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু) শিক্ষকদেরকে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে আসীন করেছিলেন।

**শিক্ষকতাই শ্রেষ্ঠ কর্ম :** সব পেশা হতে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক পেশা হচ্ছে শিক্ষকতা। পৃথিবীতে মানুষ যত কর্মে নিয়োজিত আছে, তার মধ্যে শিক্ষকতার শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারবে না। তাই সাহাবা (রযিয়াল্লা-হু আনহুম)-দের একটা বৃহৎ সংখ্যা শিক্ষক হিসেবে সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

**শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পরামর্শ :** শুধু শিক্ষা দিলেই মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় না; বরং প্রশংসার আসনে আসীন হতে হলে শিক্ষকের জন্যেও কিছু করণীয় বিষয় রয়েছে, যেগুলো অবলম্বনে শিক্ষকতার দায়িত্ব আঞ্জাম দিলে ইহকালে পদমর্যাদার অধিকারী ও আখিরাতে বিরাট পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়া সম্ভব। ইমাম গায্যালী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, যে ব্যক্তি 'ইল্‌ম অর্জন করে এবং মানুষকে শিক্ষা দান করে, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বে তাকেই মহান বলা হয়। সে সূর্যের মতো অপরকে আলো দান করে এবং নিজেও আলোকময়। সে মেশকের মতো অপরকে সুগন্ধিতে আমোদিত করে এবং নিজেও সুগন্ধি যুক্ত। আর যে ব্যক্তি অপরকে শিক্ষা দান করে কিন্তু নিজে 'আমল করে না সে শানের মতো লোহাকে ধারালো করে কিন্তু নিজে কাটে না, সে ব্যক্তি সুচের মতো যে অন্যের জন্য পোশাক তৈরি করে কিন্তু নিজে উলঙ্গ থাকে।

পাঠ দানের পূর্বে পড়ানোর পদ্ধতি মুতাআলা'র মাধ্যমে অনুশীলন করে শ্রেণী কক্ষে যাওয়া। পড়ানো শেষ হলে শিক্ষার্থীদের চেহারার দিকে তাকানো। যদি তাদের চেহারায় আনন্দের আভা দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তারা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। আর যদি

* *শিক্ষক, লেখক, কলামিস্ট, মোটিভেশন বক্তা।*

[৯২] *সূরা আর্ রহমা-ন : ১-২।*

[৯৩] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩২৪৯/১২, সহীহ।*

[৯৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০২৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

তাদের চেহারায় নৈরাশ্যের ছাপ থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে তারা সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং শিক্ষকের উচিৎ পরবর্তীতে উক্ত বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়া।

শিক্ষার্থীদেরকে সন্তানের মতো স্নেহ করতে হবে। 'শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ হচ্ছে' মনে না করা; বরং তাদের প্রতি অনুগ্রহভাজন হওয়া। তাদের দ্বারাই আমি গৌরবের অধিকারী হয়েছি মনে করা। শিক্ষার্থীদেরকে 'আমলের জন্য উৎসাহিত করা। তাদের সৎ উপদেশ দান করা। যাতে করে তারা কুচরিত্র থেকে বেঁচে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। সংশোধনের জন্য গঠনমূলক শাস্তি দেয়া। রাগের বশে বেত্রাঘাত না করা। কারণ এর দ্বারা সংশোধনের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। শরীরে দাগ পড়ে যায়, হাড্ডিতে আঘাত লাগে, প্রতিষ্ঠানের বদনাম হয়, নিজের সম্মান নষ্ট হয়, এ ধরণের প্রহার থেকে অবশ্যই আত্মরক্ষা করতে হবে। মৌখিক শাসনের বেলায় কুকুর, বিড়াল, শুকর, গাধা, গরু, ছাগল, ইত্যাদি শব্দে কখনো না শাসানো। শিক্ষকদের নিজের জন্য এ দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করা জরুরি–

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۞ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ ۞ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ ۞ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۞ وَاجْعَلْ لِيْ وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِيْ ۞ هَارُوْنَ أَخِيْ ۞ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ ۞ وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ ۞ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۞ وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۞ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا﴾

"হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে করে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' ছাত্রদের জন্যেও দু'আ করা এবং তাদেরকে 'ইল্‌ম ও 'আমলের জন্য দু'আ করতে উৎসাহিত করা।"[৯৫]

একজন আদর্শ শিক্ষক মেধা বিকাশে, অজ্ঞতা দূরীকরণে, মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে, নৈতিকতার উন্নয়নে, উদ্ভাবনী কাজে, গবেষণায়– শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে তৎপর থাকবেন। মনে রাখতে হবে একজন শিক্ষক শুধুমাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নন; বরং তিনি গোটা সমাজের শিক্ষক, দেশের শিক্ষক, জাতির শিক্ষক। ☒

[৯৫] *সূরা ত্ব-হা- : ২৫-৩৫।*

## আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোন মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমত বিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্‌য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই কারও কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলীল সমন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

## আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলীল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলীল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

*[আহলে হাদীস পরিচিতি]*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.



# প্রাকৃতিক রসগোল্লা লিচু

-এম. কে. আলী★

"ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়াতে সুখ,
পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ।"

পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের এ কাব্যকথাগুলো মনে পড়লেই মনটা ছুটে যায় সেই ছোট্ট বেলায়। পাকা ফুলের মধুর রস সত্যিই সুন্দর, সুস্বাদু যা মন ও হৃদয়কে জুড়িয়ে দেয়। পল্লীকবির প্রতি শত শ্রদ্ধা রেখেই লিখছি যদি তিনি আমাদের এই দিনাজপুরের সদর উপজেলার মাশিমপুর গ্রামে অথবা বিরল উপজেলায় মাধববাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করতেন তবে অবশ্যই লিচুকে নিয়ে হয় তোবা একখানা অমর কবিতা লিখতেন এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সুস্বাদু ও মজাদার এ লিচু দিনাজপুরের বিরল, সদরসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি উপজেলায় আবাদ হচ্ছে। হামরা দিনাজপুরিয়ারা এই লিচুকে ভালোবেসে বলি 'প্রাকৃতিক রসগোল্লা'। স্বাদ আর বর্ণের জন্য দিনাজপুরের লিচুর ব্যাপক চাহিদা। এমনকি নিকট প্রতিবেশী দেশগুলো থেকেও ক্রেতারা আসেন দিনাজপুরের লিচুর বাজারে। বাংলাদেশের লিচু বলতে দিনাজপুরের লিচু অতুলনীয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গরমকাল। ঋতুচক্রে গরমকাল হলেও ফলের বিবেচনায় এই মাসকে বলা হয় 'মধু ঋতু'। জ্যৈষ্ঠ মাস হলো মধু মাস। মধু মাসে কত ফলই না ফলে গাঁয়ের এ বাগানে-ও বাগানে, এ বাড়িতে-ও বাড়িতে। গ্রীষ্মের গরম উপেক্ষা করে লিচু হাতে পেলে মানুষ ভুলে যায় অসহ্য গরমের যন্ত্রণা। লিচু পুষ্টি এবং স্বাদে এত মজা যার তুলনা অন্য কোনো ফলের সাথে করা যায় না। কেননা বিভিন্ন ফলের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ এবং এর ভেষজ মূল্য এক এক রকম।

★ *শিক্ষক ও কলামিস্ট।*

এক এক জেলা এক এক ফলের জন্য বিখ্যাত। যা মাটির উপর নির্ভর করে। মাটি হলো পৃথিবীর উপরিভাগের একটি আস্তরণ যা প্রাণি ও উদ্ভিদের পুষ্টি জোগায় ও বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এই মাটির উৎপত্তি হয়েছে টারশিয়ারী যুগের শিলা, প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান এবং সাম্প্রতিক কালের পলল থেকে। জেলা শহরের চারদিকে বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন শস্যের চাষাবাদের সুসমতল কৃষি, শ্যামল উর্বর বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র। জনপদ মাত্রই কিছু কিছু অর্থনৈতিক সম্পদ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রভূমি। সুন্দর প্রাকৃতিক শোভায় এই জেলা অতি মনোমুগ্ধকর। কিন্তু সে সৌন্দর্য বৈচিত্র্যহীন ও অবিচ্ছিন্ন। কারণ এ জেলায় কোনো পাহাড়-পর্বত, মরু-প্রান্তর, হ্রদ বা বৃহৎ জলাভূমি নেই। তবে এ জেলায় রয়েছে মাটির সমতল, বুক চিড়ে প্রবাহিত অনেক চঞ্চল, গতি ক্ষীণকায় নদী, বস্তুত নির্জন নিবিড় বনময়, মুগ্ধ প্রকৃতির কোলে অবস্থিত হয়েও এবং দূর পল্লীর বিচ্ছিন্ন পরিবেশেও মাধববাটি বা মাশিমপুর বরাবর একটি স্বনামধন্য গ্রাম। স্বর্গীয় সম্পদে ও বৈশিষ্ট্যে ভরপুর এ গ্রামের মানুষেরা হাজার হাজার একর জমি লিচু আবাদ করে সারাদেশবাসীকে এক মায়ার জালে বেঁধে ফেলেছে। এ গ্রামের লিচু চাষীরা তাদের যোগ্যতা ও মেধার বিকাশ ঘটিয়েছে।

জাতীয় ফল কাঁঠাল, ফলের রাজা আম অবশ্যই পুষ্টিকর ও উপাদেয় ফল। লিচু সম্পর্কে লিখতে গেলে মনের অজান্তে কেন জানি লিখতে ইচ্ছে করে লিচু হলো ফলের রাণী। জানি না তা বলা ঠিক হবে কি-না? তবে এটা আমার ব্যক্তিগত মত। মতান্তর থাকতে পারে। লিচু হলো বিশ্বের সবচেয়ে রোমান্টিক এবং উপকারী ফল। প্রায় দুই হাজার বছর থেকে এ ফলটি এ মর্যাদা পেয়ে আসছে। বিশ্বে প্রথম ফল চাষের বই লেখা হয়েছিল ১০৫৬ সালে, সেটিও ছিল লিচুকে নিয়ে। বিশ্বে অনেক রাজা-বাদশাহ, রাণী-বেগমদের মন জয় করতে যুগে যুগে লিচু ফল উপহার দিয়েছেন। অষ্টম শতকে চীনা সম্রাট হুয়ান সাং-ও একই কাজ করে বেগমের মন জয় করেছিলেন। দক্ষিণ চীন থেকে

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

লিচু বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সূদুর উত্তর চীনে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে লিচুর চাষাবাদ শুরু হয়।

লিচুর আছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তা ব্রেস্ট ক্যানসার নিরাময়ে সহায়তা করে থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হার্ট ভালো রাখে। এতে পাওয়া যায় অলিগনাল নামক বিশেষ উপাদান। তা নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করে। এ অ্যাসিড Vasodialator-এর কাজ করে। মানে, ব্লাড ভেসেল এক্সপান্ড করে দেয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে। কমে হৃদয়ের ওপর চাপ এবং হৃদয় ভালো থাকে। লিচু শরীরের রক্তচাপও ঠিক রাখে। হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে লিচু দারুন দারুন কাজ করে। চোখে সহজেই ছানি পড়তে দেয় না লিচুতে থাকা ফাইটো কেমিক্যাল থেকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এতে থাকা অ্যান্টি নিওপ্লাসমিক প্রপার্টি তৈরি হয় বলে কোস বিভাজন নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে চোখে ছানি পড়ে না।

ইনফ্লুয়েনঞ্জা হওয়ার প্রধান কারণ হলো বিভিন্ন ভাইরাস। দেখা গেছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে লিচু খেলে তা দ্রুত সেরে যায়। শুধু তা-ই নয়, লিচু থেকে এ অসুখের ওষুধ তৈরি করা যায় কি-না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। প্রতি ১০০ গ্রাম লিচুতে আছে ৬৬ ক্যালরি। এছাড়া আছে ফাইবার। তা চর্বি গলাতে সাহায্য করে। তাই যারা ওজন কমাতে চান, তারা ডায়েটে অবশ্যই লিচু রাখুন। লিচুতে আছে পর্যাপ্ত ভিটামিন 'সি'। ফলে আমাদের শরীরে ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। কারোর স্কার্ভি হলে লিচু খেলে তা সেরে যায়। স্কার্ভি ভিটামিন 'সি' ডেফিসিয়েন্সি থেকে হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা নানা জাতের লিচু উদ্ভাবন করেছেন। বর্তমানে ইশ্বরদীতে আম-লিচুতে কীটনাশকের পরিবর্তে চার্জওয়াটার নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিষমুক্ত ফল উৎপাদনে চাষীরা সাফল্য লাভ করেছে। জার্মানী থেকে আমদানী করা এই প্রযুক্তি বাংলাদেশে এ বছরই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়। আর তাতে সফলতা আসায় নতুন এ প্রযুক্তি নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে কৃষকদের মাঝে। কৃষিবিদরা বলেছেন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ কমবে তেমনি কীটনাশকমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদনে এ প্রযুক্তি। এটি সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে মনে করেন স্থানীয় কৃষক ও কর্মকতারা। প্রচণ্ড দাবদাহে লিচু ফেটে নষ্ট হয়ে ঝড়ে পড়া আবার পোকার আক্রমণ তো আছেই। এ সবের হাত থেকে রেহাই পেতে লিচু চাষীরা ব্যবহার করেন বিভিন্ন রকমের কীটনাশক। যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কীটনাশকের চেয়ে প্রায় নব্বই ভাগ খরচ কম বিষমুক্ত এই প্রযুক্তিতে শুধুমাত্র পানিকে নিক্কন ওয়াটার মেশিনের মাধ্যমে চার্জ করে সেই পানি ব্যবহার করা হয় লিচু ও আমগাছে। এই স্প্রে ব্যবহার করার ফলে ইশ্বরদীতে গতবার লিচু ঝরে পড়েনি, পোকা লাগেনি, পচেনি বা ফাটেনি। এই আশাতীত সাফল্যে ঢাকার বেস্ট কনসোর্টিয়া লিমিটেডের জি.এম (টেকনিক্যাল) জার্মান ও সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন বাগান দেখে এসে এবং অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রযুক্তি বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। জার্মান বিজ্ঞানী ড. কার্লোস আবিষ্কৃত খাবার সমতুল্য পানি নিক্কন ওয়াটার মেশিনের চার্জ পদ্ধতি আজ লিচু চাষীদের জন্য এক মাইলফলক। এই পদ্ধতিতে স্প্রেকারীর শ্বাস-প্রশ্বাসের বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি, গাছের ফলন রক্ষা, মাটির উপরিভাগের উপকারী কীটপতঙ্গ রক্ষা, জলবায়ু ও পরিবেশসহ সবকিছু স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়। শুধুমাত্র ইশ্বরদীতে নয়, সারাদেশে এই আধুনিক পদ্ধতিকে ছড়িতে দিতে হবে। লাভজনক বা অর্থকারী ফল প্রাকৃতিক রসগোল্লা লিচু আমাদের দিনাজপুরের গর্ব ও অহঙ্কার।

তাই এর যথাযথ আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার আরো বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে লিচু চাষীদের উন্নত মানের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স সরকারিভাবে দেওয়া যেতে পারে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় লিচু সংরক্ষণের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে দিনাজপুরের লিচু এ দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.



## স্মার্টফোনের স্মার্ট প্রভাব : জীবন থেকে সময় চুরি

বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তির দৌড় আজ অসম্ভব দ্রুত। স্মার্টফোন এই প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আধুনিক জীবনে স্মার্টফোনের ব্যবহার অনেক সুবিধা নিয়ে এসেছে- যেমন- সহজ যোগাযোগ, তথ্য প্রাপ্তি, বিনোদন এবং কাজের দক্ষতা। কিন্তু এর সঙ্গে এসেছে এক অদৃশ্য শত্রু -সময় এবং মানসিক শান্তির চুরি।

এই প্রতিবেদনটি স্মার্টফোন ব্যবহারের নেতিবাচক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে তরুণ প্রজন্মের জীবনে এর প্রভাব এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করবে।

**স্মার্টফোন ব্যবহার ও সময় ব্যবস্থাপনা :** বর্তমান বিশ্বের গড়ে একজন ব্যক্তি দিনে প্রায় ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহার করে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশে তরুণদের মধ্যে এটি ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

➲ **সমীক্ষা :** বাংলাদেশে ১৫-২৫ বছর বয়সী ৭০% তরুণ তাদের দৈনিক সময়ের বড় অংশ মোবাইলে ব্যয় করেন।

➲ **ব্যবহারের ধরণ :** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক), ভিডিও স্ট্রিমিং (ইউটিউব), অনলাইন গেম ও মেসেজিং প্রধান।

**সময়ের অপচয় ও তার প্রভাব :** এই অতিরিক্ত সময় মোবাইল ব্যবহারে- ➲ পড়াশোনা, কাজ, ঘুম এবং সামাজিক সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের অবক্ষয় ঘটে। ➲ মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ➲ এক্ষেত্রে 'ফোরস্ক্রিন সিঙ্ক্রোনাইজেশন' সমস্যা দেখা দেয়, যেখানে একই সাথে একাধিক ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করার ফলে কার্যকরী সময় কমে যায়।

**মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রভাব- মানসিক চাপ ও উদ্বেগ :** স্মার্টফোনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় মানসিক চাপ, হতাশা ও একাকীত্ব বাড়ায়।

➲ **কম্প্যারিজন সিনড্রোম :** সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যদের জীবনের সাফল্য দেখে নিজের জীবনকে তুলনা করার ফলে হতাশা।

➲ **ফোমো (Fear of Missing Out) :** সামাজিক ইভেন্ট বা তথ্য থেকে বাদ পড়ার ভয়, যা উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

**সামাজিক বিচ্ছিন্নতা :** অর্থাৎ- বাস্তব জীবনের বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সম্পর্কের জায়গায় ভার্চুয়াল বন্ধুত্ব বেশি হয়ে পড়ছে। এর ফলে সম্পর্কের গভীরতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

**শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব :** স্মার্টফোন ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়- ➲ চোখে ক্লান্তি, ধূসরতা, দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি। ➲ ঘুমের ব্যাঘাত, যার ফলে সারাদিন দুর্বলতা। ➲ মাংসপেশীর ব্যথা ও মাথাব্যথা।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, রাতে ফোনের নীল আলো মেলাটোনিন হরমোনের নিঃসরণ বাধাগ্রস্ত করে ঘুমের গুণগত মান কমায়।

**সাইবার অপরাধ ও গোপনীয়তা ঝুঁকি :** স্মার্টফোনের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সাইবার অপরাধও বেড়েছে। তরুণরা সচেতন না হলে- ➲ ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস, ➲ অনলাইন প্রতারণা, ➲ হ্যাকিং ও ডিজিটাল চুরি বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সাইবার অপরাধের শিকার অধিকাংশই তরুণ।

**গেমিং আসক্তি- সমস্যা ও প্রভাব :** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) গেমিং আসক্তিকে মানসিক স্বাস্থ্যের রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। গেমিংয়ের জন্য রাত জেগে থাকা পড়াশোনায় ক্ষতিসাধন করে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় এবং মানসিক চাপ বাড়ায়।

**স্মার্টফোন ব্যবহারে সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ :**

**১. সময় নিয়ন্ত্রণ :** দৈনিক ফোন ব্যবহারের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করুন।

**২. ঘুমের পূর্বে ফোন বন্ধ করুন :** রাতে ফোন ব্যবহার কমিয়ে ঘুমের গুণগত মান বৃদ্ধি করুন।

**৩. অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ এবং নোটিফিকেশন বন্ধ করুন :** সময় নষ্ট হয় এমন সব অ্যাপ সরান বা বন্ধ রাখুন।

**৪. সামাজিক ও পারিবারিক সময় বাড়ান :** ফোনের পরিবর্তে সরাসরি যোগাযোগ বাড়িয়ে সম্পর্ক গাঢ় করুন।

**৫. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতন হোন :** নিয়মিত ব্যায়াম করুন, চোখের ব্যায়াম করুন এবং মানসিক চাপ কমানোর উপায় অনুসরণ করুন।

**৬. শিক্ষামূলক ও সৃষ্টিশীল কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করুন :** বিনোদনের পাশাপাশি নিজেকে উন্নত করার জন্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করুন।

**উপসংহার :** স্মার্টফোন আমাদের জীবনকে সহজ ও স্মার্ট করেছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তরুণ প্রজন্মের প্রয়োজন সচেতন হওয়া, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, আর সময়কে মূল্যায়ন করে নিজেদের জীবন ও সম্পর্ককে উন্নত করা।

স্মার্টফোনকে জীবন থেকে সময়ের চুরি নয়; বরং সময়ের সঙ্গী হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের উচিত। *[৪৬ পৃষ্ঠায়]*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

## কবিতা

# মুনাজাত

**মোল্লা মাজেদ★**

*জনম আমার বিফল গেলো*
*সকাল দুপুর সন্ধ্যা এলো*
*পাই না পথের দিশা*
*পথ হারিয়ে ঘুরছি পথে*
*যাত্রা শুরু উল্টো-রথে*
*চোক্ষে অমানিশা।*

*কে আছো আর বন্ধু আমার*
*সঠিক সহজ পথ দেখাবার*
*পেতেছি দুই হাত,*
*তোমার দয়া যাঞ্চা করি*
*ভাগ্যে রেখো হে কাণ্ডারী*
*নবীর শাফা'আত।*

# আমার বন্ধু মা

**শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★**

সুখে যে বেশি খুশি হয়
তারে বন্ধু কয়
দুখে যে বেশি কাঁদে
বন্ধু সে নিশ্চয়?
শত হাজার কত বন্ধু
বন্ধুতে ভরে যায় সিন্ধু
কার জন্য কে কাঁদে বলো?
অশ্রু ঝরে না এক বিন্দু!
মিছেমিছি বন্ধুর দল
স্বার্থমোহে করে ছল
পান থেকে খসলে চুন
নিমিষেই করে খুন
নজির আছে শতশত–
আমার বন্ধু মা
নেই যার তুলনা
জীবন করে দান
বাঁচায় আমার প্রাণ
বন্ধু পাবো না তার মতো।

# ছেলে বেলা

**রবিউল ইসলাম**

*চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই*
*অতিত টানে পিছু,*
*ছেলে বেলা শৈশব নিয়ে*
*ভাবনা কত কিছু।*

*হৈ-হুল্লোই মেতে সবাই*
*ধুলো মেখে সারা গায়,*
*মা ডেকে কয় বেলা গেল*
*খোকারে তুই ঘরে আয়।*

*কাটছে রঙিন ছেলে বেলা*
*ঠিক যেন ছয় ঋতু,*
*দাদার কাছে কিচ্ছা শুনে*
*মিছেই হতাম ভীতু।*

# প্রতিবাদ

**আব্দুল্লাহ আল নুমান★**

দূর্নীতির কালো হাত
ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেল
সব বাধার কথা ভুলে
প্রতিবাদের আওয়াজ তুল।
সবাইকে সঙ্গে করে
ঝরের বেগে সামনে চল।
জাঁলিমের বিষ দাঁত
সজোরে করো আঘাত,
উপরে ফেল উপরে ফেল।
দুর্নীতি যেথায় পাবে সেথায় ধরো
শিকল খাচায় বন্দি করো।
যুল্মের মহা প্রাচির আঁকড়ে ধরো
ঘুরিয়ে দাও চুর্ণ করো।
সব কিছুতে করো পাক
অপশক্তির নিপাত যাক।

---

*★ বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
*★ বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*
*★ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ্ আস্-সালাফিয়্যাহ্, জোরবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ্।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

# জমঈয়ত সংবাদ

## ঠাকুরগাঁওয়ে জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে ইসলামী আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান

**ঠাকুরগাঁও, ৮, ৯ ও ১০ জুন ২০২৫ :** ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে ইসলামী আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন স্থানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৮ জুন থেকে ১০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও জেলার সদর ও হরিপুর উপজেলায় চারটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এসব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮ জুন রবিবার, প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় হরিপুর উপজেলার চৌরঙ্গী দামোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে। এতে সভাপতিত্ব করেন শায়খ বাদিউজ্জামান বিন আব্দুল গাফফার মাদানী এবং সঞ্চালনায় ছিলেন শায়খ মোহাম্মদ মজিবুর রহমান।

৯ জুন সোমবার, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার পল্লীবিদ্যুৎ এলাকার বাইতুল আমান জামে মসজিদে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা জমঈয়তের সভাপতি প্রফেসর মোঃ মজিবর রহমান চৌধুরী এবং সঞ্চালনায় ছিলেন তানভীর হাসান রাফি।

একই দিন বাদ মাগরিব হরিপুর উপজেলার গেরুয়াডাঙ্গি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তৃতীয় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ১ নং গেদুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব তরিকুল ইসলাম এবং সঞ্চালনায় ছিলেন শায়খ মোহাম্মদ মজিবুর রহমান।

১০ জুন মঙ্গলবার, চতুর্থ ও শেষ আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় সদর উপজেলার পূর্ব পাহাড়ভাঙ্গা এলাকায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মো: মনজুরে খোদা এবং সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা শুববানের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা।

সভাগুলোতে প্রধান অতিথি/প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তের সভাপতি শায়খ মঞ্জুরে খোদা। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি শায়খ আসাদুল্লাহ খান গালিব মাদানী, জমঈয়ত শুববানের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল হাকিম, লেখক, গবেষক ও আলোচক শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলিল মাদানী, শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ মাদানী, জেলা জমঈয়তের সহকারি সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন ও জনাব মোঃ মাসুদ রেজা।

সভাগুলোতে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জীবনঘনিষ্ঠ নানা প্রশ্নোত্তর, সমাজ সংস্কারমূলক আলোচনা এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এই আয়োজনগুলোর মাধ্যমে ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজে ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

## জমঈয়ত সভাপতি'র ডিমলায় সাংগঠনিক সফর ও জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান

**নীলফামারী, ১৩ জুন ২০২৫ :** নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় ১৩ জুন ২০২৫, শুক্রবারে এক সাংগঠনিক সফরে যান বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। সফরের অংশ হিসেবে তিনি আমতলী বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদে জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। খুতবায় তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলামের মৌলিক আদর্শ, দাওয়াহর গুরুত্ব এবং সমসাময়িক নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করেন।

খুতবার পর মসজিদ প্রাঙ্গণে জেলা জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারি জনাব ওবায়দুর রহমানের উদ্যোগে এক বিশেষ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন টুপমাড়ী ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও উপজেলা জমঈয়ত দায়িত্বশীল শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব খান। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ ও ইরশাদ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ রেজাউল করীম এবং নীলফামারী জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল মালেক মাদানী। সভায় বক্তাগণ দা'ওয়াহ ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে তৃণমুল পর্যায়ে আরও বেগবান ও সংগঠিত করার প্রতি

গুরুত্বারোপ করেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, ইমামগণ ও সাধারণ মুসল্লিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

## চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির দ্বিতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল ২০২৫ :** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির দ্বিতীয় সাধারণ সভা গত ১৪ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ দারুল হাদীস মাদ্‌রাসা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি ডা. সুলতান আহমদ।

সকাল ১০টায় শাইখ শোয়াবুর রহমানের তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। সভাটি দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রথম পর্বে ফিলিস্তিন ও গাজাবাসীর প্রতি সংহতি প্রকাশ করে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ ইহুদিদের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা জানান এবং মসজিদুল আকসার মর্যাদা ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার সহ-সভাপতিদ্বয় অধ্যক্ষ (অব.) আব্দুর রহমান জিহাদী ও অধ্যক্ষ (অব.) মজিবুর রহমান মাওড়ী, সেক্রেটারি অধ্যক্ষ (অব.) মো. এনামুল হক এবং সহ-সেক্রেটারি শাইখ শাহজাহান আলী বক্তব্য রাখেন। সভাপতি ডা. সুলতান আহমদ বলেন, "আমাদের দেশে একটি কুকুরও মারা যায় না, অথচ ফিলিস্তিনে বিশ্ব মোড়লদের মদদে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। হে মুসলিম বিশ্ব! এখনই জাগো, কঠোর জবাব দাও।" সভায় ফিলিস্তিনিদের সহায়তার জন্য ৩১ হাজার টাকা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রেরণ করা হয়।

সভার দ্বিতীয় পর্বে সাংগঠনিক বিষয়ের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান আলোচ্যবিষয় ছিল জেলা তহবিল মজবুতকরণ, শাখা ও এলাকা জোরদারকরণ, মসজিদভিত্তিক তা'লীমী বৈঠকের আয়োজন, নিয়মিত খুৎবাহ্ প্রদান, শাখা ও এলাকায় জেলা কমিটি কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন, ক্বাওমী ও হাফেজিয়া মাদ্‌রাসাসমূহকে বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ডের আওতায় আনয়ন, মাদ্‌রাসা ও মসজিদের তথ্য সংগ্রহ এবং অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলের হিসাব অনুমোদন।

সভায় উপস্থিত সবাই প্রাণবন্ত আলোচনা শেষে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জেলা সভাপতি ডা. সুলতান আহমদ সকলকে মাঠ পর্যায়ে জোরদার তৎপরতায় কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ মো. আকবর আলী।

## টাঙ্গাইলে ৬৪তম দা'ওয়াতী সফর ও জুমুআর খুতবা সফলভাবে সম্পন্ন

**টাঙ্গাইল, ৩০ মে ২০২৫ :** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে টাঙ্গাইল জেলায় ৬৪তম দা'ওয়াতী সফর ও জুমু'আর খুতবাহ্ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

শুক্রবার (৩০ মে) কেন্দ্রীয় পর্যায়ের শীর্ষ আলেমগণ এবং টাঙ্গাইল জেলার দায়িত্বশীলগণ পূর্বনির্ধারিত ২৬টি আহলে হাদীস জামে মসজিদে জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। খুতবাহ্ শেষে প্রত্যেক মসজিদের জন্য ঢাকাস্থ সৌদি দুতাবাস থেকে প্রদত্ত দুই খণ্ডের বাংলা অনুদিত তাফসীরসহ বেশ কিছু বই হাদীয়া হিসেবে বিতরণ করা হয়।

দা'ওয়াতী সফরে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক (হাফিযাহুল্লা-হ)'র নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার উস্তায শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-এর আল কুরআন এ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান শাইখ ড. জাকারিয়া বিন আব্দুল জলিল মাদানী, সৌদি আরবের দাম্মাম প্রদেশের সাবেক দাঈ' শাইখ শরিফুল ইসলাম মাদানী, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অফিস সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সভাপতি শাইখ মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর জনসংযোগ বিষয়ক কর্মকর্তা শাইখ ওবায়দুল্লাহ মাদানী, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক শাইখ ড.

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

আব্দুল মোমিন বিন আব্দুল বারী, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কোষাধ্যক্ষ শাইখ ইমাম হাসান মাদানী, মাদ্‌রাসাতুল হাদীস-এর সিনিয়র শিক্ষক শাইখ নাসির উদ্দীন মাদানী, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) মডেল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ হাফিজ ইয়াকুব মাদানী, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর মজলিসে ক্বারার সদস্য শাইখ নাজিবুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি শাইখ আব্দুর রহমান মাদানী, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক শাইখ হাফিজুর রহমান মাদানী, টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল বাতেন, টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারি শাইখ লোকমান হোসাইন, কুয়েতের দাঈ' শাইখ যাকারিয়া বিন ইন্তাজ আলী মাদানী, টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস সহ-সেক্রেটারি শাইখ এনামুল্লাহ খান, ঘাটাইল উপজেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি শাইখ মাজহারুল ইসলাম, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, টাঙ্গাইল জেলার সভাপতি শাইখ রায়হান কবির, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, টাঙ্গাইল জেলার সেক্রেটারি ড. আব্দুল্লাহ আল মানসুর প্রমুখ।

এছাড়াও টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি, সেক্রেটারিসহ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাদ আসর টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিশ্বাস বেতকা, সুপারী বাগান রোডে অবস্থিত টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দের সাথে জেলা নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত দা'ওয়াতী সফরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, টাঙ্গাইল জেলা শাখা। পরিশেষে সকলের এই দা'ওয়াতী প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহর নিকট কবুল ও মঞ্জুর হওয়ার দু'আ করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

## মাদ্‌রাসা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরাবিয়া ও মসজিদ কমপ্লেক্সের পুণঃনির্মাণ উদ্বোধন

**কুমিল্লা, ১৫ মে ২০২৫ :** মুরাদনগরের যাত্রাপুর (পশ্চিম পাড়া) এলাকায় গত ১৫ মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় মাদ্‌রাসা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরাবিয়া ও মসজিদ কমপ্লেক্সের পুণঃনির্মাণ কাজের উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান সরকার।

অনুষ্ঠানে মাদ্‌রাসার শিক্ষক, ছাত্র ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কমপ্লেক্স পুণঃনির্মাণের উদ্বোধন মুসলিম শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

## কালনী নোয়াগাঁওয়ে জমঈয়তের মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত

**নারায়ণগঞ্জ জেলা, ৯ মে ২০২৫ :** কালনী নোয়াগাঁও এলাকায় গত ৯ মে শনিবার বাদ মাগরিব টেকদাসেরদিয়া জামে মসজিদে এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকার সেক্রেটারি জনাব আবু সাঈদ দেওয়ান।

সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ হাফিয ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী। বিশেষ আলোচক হিসেবে অংশ নেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস নারায়ণগঞ্জ জেলার সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রমজান মিয়া এবং টেকদাসেরদিয়া জামে মসজিদের ইমাম শাইখ মামুনুর রশিদ।

ধর্মীয় চেতনা জাগ্রতকরণ, তাওহীদ ও সুন্নাহর দা'ওয়াত প্রচার এবং সামাজিক সংস্কারমূলক নানা বিষয় এই সভায় গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়। সভায় স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

# শুব্বান সংবাদ

## জমঈয়তে শুব্বান আহলে হাদীস পাবনা জেলার ১০ম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

জমঈয়তে শুব্বান আহলে হাদীস বাংলাদেশ, পাবনা জেলা শাখার ১০ম কাউন্সিল স্থানীয় এক মিলনায়তনে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত ২৪ মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা প্রায় ১১০০ জন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি, সদস্য ও শুব্বান কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, পাবনা জেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্জ মো. ইমদাদ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাবনা জেলা শাখার সভাপতি শাইখ ইমরান হোসেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মো. শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহিল হাদী।

কাউন্সিলে আরও উপস্থিত ছিলেন পাবনা জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মো. শফিকুল ইসলাম খাঁন, ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মাওলানা মো. মকবুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্জ মো. মহিউল ইসলাম আলিফ, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস, পাবনার অধ্যক্ষ শাইখ ড. মাহবুবুর রহমান আযহারী, উপাধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল হাসীব মাদানী, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মো. আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। কাউন্সিলে পূর্ববর্তী কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৫-২০২৭) গঠন করা হয়। কমিটি ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি শাইখ মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক।

**নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি :** সভাপতি : ইমরান হোসেন, সহ-সভাপতি : আব্দুল গাফফার ও আব্দুল্লাহ মালিথা, সাধারণ সম্পাদক : মো. আল আমিন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক : সাকিব হাসান, কোষাধ্যক্ষ : মুর্শিদ বিন মোশাররফ, সাংগঠনিক সম্পাদক : মো. হাফিজুর রহমান, প্রচার সম্পাদক : আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক : আব্দুল্লাহ যুবাইর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক : সোহেল রানা, ছাত্র ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক : মো. শহিদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক : রেজওয়ান বিন আনছার, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক : মহিউদ্দিন মাহিম, দফতর সম্পাদক : খালিদ সাইফুল্লাহ, পাঠাগার সম্পাদক : রেজওয়ান বিন আ. মান্নান, যুগ্ম-পাঠাগার সম্পাদক : সালেহীন সাবিল। **সদস্য :** আব্দুর রহমান রিজভী, আব্দুল্লাহ বিন সূর্য, রামিম সানি, নিশাদ হোসেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি ইমরান হোসেন বলেন, “যুবসমাজকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত। আমরা সম্মিলিতভাবে এই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকব ইন্‌শা-আল্লাহ।” সবশেষে নবনির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং সংগঠনের সফলতা কামনায় দু‘আ পাঠের মাধ্যমে কাউন্সিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

## নারায়ণগঞ্জে শুব্বানের আয়োজনে আরেফ প্রশিক্ষণ ও জেলা শুব্বান পুনর্মিলনী

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো “আরেফ প্রশিক্ষণ ও জেলা শুব্বান পুনর্মিলনী”। অনুষ্ঠানটি ২৪ মে, শনিবার সকাল ১০টা থেকে রূপগঞ্জের পনড গার্ডেন পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের প্রচার সম্পাদক হাফেয মকবুল হোসাইনের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান সভাপতি আব্দুর রহমান মাদানী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুল কুদ্দুস।

উদ্বোধন করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্জ ইঞ্জিনিয়ার আহসান আব্দুর রব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মাওলানা নুরুল আলম, সেক্রেটারি শাইখ ইকবাল হাসান, সহকারী সেক্রেটারি শাইখ আবুল হোসেন, মুবাল্লিগ শাইখ জুলফিকার আলী, সদস্য মাওলানা আব্দুল লতিফ।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সিনিয়র যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হোসাইন ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমাদ। প্রধান আলোচক হিসাবে আলোচনা পেশ করেন জমঈয়তের কেন্দ্রীয় দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ মাসউদুল আলম আল উমরী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মো. রমজান মিয়া।

**অনুষ্ঠানে অতীত ও বর্তমানে সংগঠনে অবদান রাখায় সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের :** জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, চাষাড়া শাখার সাবেক দায়িত্বশীল শাইখ ওবায়দুর রহমান, কুলিয়াদী শাখার আলহাজ্জ ইঞ্জিনিয়ার আহসান আব্দুর রব, কাঞ্চন শাখার শাইখ আলিমুল্লাহ ও শাইখ শহীদুল্লাহ, কালনী শাখার শাইখ মো,

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

ইউসুফ, পাঁচরুখী শাখার শাইখ আমির হোসেন ও শাইখ আল-আমিন ফকির, ভোলাব শাখার শাইখ আব্দুল হালিম ও পুরিন্দা শাখার শাইখ নাঈম মোল্লা ও শাইখ মাহিম শিকদার। এছাড়াও বর্তমান জেলা শুব্বান কমিটির নেতৃবৃন্দ ও ৩টি উপজেলার শুব্বান সভাপতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

## বগুড়া জেলা শুব্বানের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সফলভাবে অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুন ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৯টায় বগুড়া মসজিদে মুবারকের দ্বিতীয় তলায় বগুড়া জেলা শুব্বানের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শুব্বান সভাপতি নাযীর আহমাদ সরকার। হাফিয ফাহাদ হোসাইনের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন মো. সাব্বির হোসাইন এবং হাফিয আব্দুল খালেক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি : শাইখ মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক। প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী এবং বিশেষ আলোচক ছিলেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী।

আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমাদ, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকার সিনিয়র মুহাদ্দিস ড. মো. আব্দুল মোমিন মাদানী। আরো উপস্থিত ছিলেন মিরপুর এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ জাহিদ হাসান মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের মজলিসে ক্বারার সদস্য শাইখ নাজিবুল্লাহ্‌, জয়পুরহাট জেলা শুব্বানের আহ্বায়ক মো. আব্দুল ওয়াহাব, বগুড়া জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা মো. ইসমাইল হোসেন, বগুড়া জেলা শুব্বান পরিচালক মাওলানা মো. ইবরাহীম বিন আবু সুফিয়ান বগুড়া জেলা জমঈয়তের সাবেক দফতর সম্পাদক অধ্যক্ষ কামাল পাশা, মাদ্‌রাসাতুল হাদীস আস-সালাফিয়ার উপাধ্যক্ষ শাইখ ইসমাইল হোসেন, মজলিসে আম সদস্য হাফেয জায়দুল আলম নাদিম ও হাফেয সেলিম।

সকল বক্তা তাদের বক্তব্যে শুব্বানের দ্বীনী ও সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং নবনির্বাচিত কমিটির প্রতি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

**নবগঠিত বগুড়া জেলা শুব্বান কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৫-২০২৭) :** সভাপতি : নাযীর আহমাদ সরকার, সহ-সভাপতি– ১ : এইচ আর আবু হোরায়রা, সহ-সভাপতি– ২ : ইঞ্জিনিয়ার নাজির আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক : মোঃ ইমরান হোসেন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক : মোঃ কামরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ : হাফিয মোঃ আব্দুল খালেক, সাংগঠনিক সম্পাদক : মোঃ সাব্বির হোসাইন, প্রচার সম্পাদক : এ বি এম ফরিদুজ্জামান রুবেল, যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক : হাফিয মোঃ আব্দুর রাকিব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক : আসাদুল্লাহ্‌ আল গালিব, ছাত্র-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক : মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক : হাফিয মোঃ সেলিম রেজা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক : হাফিয মোঃ কামারুজ্জান, দফতর সম্পাদক : মোঃ আশিকুর রহমান, পাঠাগার সম্পাদক : মাহতাব উদ্দিন, যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক : মোঃ আব্দুল কাইয়ুম। **সদস্য :** জিহাদ হাসান জিহাদী, মোঃ আব্দুর রহমান, মোঃ জালালুদ্দিন।

**উপদেষ্টামণ্ডলী :** মাওঃ মোঃ ইব্রাহিম বিন আবু সুফিয়ান, মাওঃ মোঃ রবিউল ইসলাম ও মাওঃ মোঃ নুরুল ইসলাম।

পরিশেষে, দু'আ ও শুভকামনার মধ্য দিয়ে কাউন্সিল অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। নতুন কমিটির মাধ্যমে শুব্বানের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন অতিথিবৃন্দ।

## গাবতলী উপজেলা শাখার কমিটি গঠন

গত ১৪ এপ্রিল বগুড়া জেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের গাবতলী উপজেলা শাখা কাউন্সিল অধিবেশনে কমিটি গঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বগুড়া জেলা শুব্বানের সভাপতি নাযীর আহমেদ সরকার, শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, বগুড়া জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসে উপদেষ্টা, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আমিমুল এহসান বিন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু কাজেম, গাবতলী শাখার সভাপতি জনাব আমজাদ মহরী, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক রাজু, সহজ আরো অনেক গণ্য মান্য এলাকার অতিথি হিসেবে এবং কিছু মাদ্‌রাসা শিক্ষক, যুবসমাজ, শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অধিবেশনে গাবতলী উপজেলার শাখায় সবার সম্মতিতে একটি পূর্ণ কমিটির ঘোষণা করা হয়। মাওলানা আব্দুল মতিন সভাপতি, এইচ. আর আবু হোরায়রা সহ-সভাপতি, মাওলানা রিয়াদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক, আবু রায়হান কোষাধ্যক্ষ, মাওলানা মিজানুর রহমান যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, জিহাদি হাসান জিহাদ সাংগঠনিক সম্পাদক, মিরাজুল ইসলাম প্রচার সম্পাদক, মাওলানা রানা সাহিত্য সংস্কৃতির সম্পাদক, মাওলানা ফাহাদ হোসাইন ছাত্র সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, এইচ. আর জিসান দপ্তর সম্পাদক, সিয়াম পাঠাগার সম্পাদক, নিরব যুগ্ম-পাঠাগার সম্পাদক। শাহিন সালেহ সদস্য। প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোহাম্মদ আমিমুল এহসান বিন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু কাজেম। সভা শেষে সবার সুস্বাস্থ্য কামনায় সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা

# আধুনিক প্রজন্মের শারীরিক দুর্বলতার কারণ ও প্রতিকার

বর্তমান সময়ের তরুণ সমাজে শারীরিক দুর্বলতা একটি উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রায় ১৫% পুরুষ এবং ২৪% নারী শারীরিকভাবে অক্রিয়, অর্থাৎ- সপ্তাহে ১৫০ মিনিটের কম শারীরিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে শহুরে এলাকায় ৬৬% কিশোর-কিশোরী দৈনিক ৬০ মিনিটের কম ব্যায়াম করেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক।

**শারীরিক দুর্বলতার প্রধান কারণ– ১. শারীরিক কার্যকলাপের অভাব :** আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে তরুণরা অধিকাংশ সময় বসে থাকে। স্মার্টফোন, কম্পিউটার ও ভিডিও গেমে অতিরিক্ত সময় কাটানো তাদের দৈনন্দিন শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে দিচ্ছে।

**২. অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস :** বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীর মধ্যে ২৬% নিয়মিত ফাস্ট ফুড খায়, আবার ২৩% ফলমূল কম খান। প্রক্রিয়াজাত খাবার ও অতিরিক্ত তেল-চিনিযুক্ত খাদ্য শরীরের পুষ্টিমূল্য হ্রাস করে এবং ওজন বৃদ্ধি ও নানা রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

**৩. অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম ও ঘুমের অভাব :** বাংলাদেশের প্রায় ৩৭% তরুণ অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, যার ফলে ঘুমের ঘাটতি ও মানসিক চাপ বেড়ে যায়। ঘুমের অভাবে শরীর সঠিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয় না এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

**৪. মানসিক চাপ :** আধুনিক জীবনের চাপ ও উদ্বেগ তরুণদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য দু'টোই প্রভাবিত করছে।

**প্রভাব ও পরিণতি :** শারীরিক দুর্বলতার কারণে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন জটিল রোগের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। শারীরিক কার্যকলাপের অভাবে ওজন বৃদ্ধি, মাংসপেশীর দুর্বলতা ও মনোযোগের সমস্যা দেখা দেয়।

**প্রতিকার ও সুস্থতা অর্জনের উপায় :**

➲ **নিয়মিত ব্যায়াম :** প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটাহাঁটি, দৌড়ঝাঁপ অথবা অন্য কোনো শারীরিক কার্যকলাপে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে হবে।

➲ **সুষম খাদ্যগ্রহণ :** প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ফাস্ট ফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবার কমিয়ে ফলমূল ও শাকসবজি বাড়াতে হবে।

➲ **স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ :** দৈনিক স্ক্রিন টাইম ২ ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

➲ **পর্যাপ্ত ঘুম :** দিনে ৭-৮ ঘন্টা ঘুম নিশ্চিত করতে হবে।

➲ **মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা :** চাপ কমাতে ধ্যান, যোগব্যায়াম এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া জরুরি।

সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোকে এই সচেতনতা বাড়াতে তরুণদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আর তরুণদের নিজেদের স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা উচিত।

# বর্ষাকালে শিশুদের পরিচর্যা : বিশেষজ্ঞের দিকনির্দেশনা

বর্ষাকাল শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুল সময়। বৃষ্টি ও আর্দ্রতার কারণে সংক্রামক রোগের প্রবণতা বেড়ে যায়, বিশেষ করে শিশুদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক কম থাকায়। তাই এই সময়ে শিশুর সঠিক পরিচর্যা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নিচে বর্ষাকালে শিশুদের যত্নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো।

**১. বৃষ্টির পানির সংস্পর্শ থেকে রক্ষা :** ডা. রূপালী চৌধুরী, পেডিয়াট্রিশিয়ান বলেন, "শিশুকে বৃষ্টির পানিতে ভিজতে দেবেন না। ভেজা থাকলে শরীর ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং ফুসফুসের সংক্রমণসহ নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে।" তাই ভিজে গেলে দ্রুত শুকনো কাপড়ে মোড়ানো এবং গরম পানিতে গোসল করানো জরুরি।

**২. পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা :** শিশুর হাত-মুখ নিয়মিত সাবান ও পানিতে ধোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বাইরে থেকে ফিরে শিশুকে হ্যান্ডওয়াশ করানো রোগ সংক্রমণ রোধে সাহায্য করে। ডা. রূপালী আরও বলেন, "খাবার আগে ও বাথরুমের পর হাত ধোয়ানো অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, কারণ এটি পেটের সমস্যা ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উপায়।"

**৩. সুরক্ষিত খাদ্য ও পানি :** বর্ষাকালে দূষিত খাদ্য ও পানির কারণে পেটের রোগ যেমন ডায়রিয়া খুবই সাধারণ।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

তাই শিশুকে সঠিকভাবে রান্না করা, পরিষ্কার ও পুষ্টিকর খাবার দিন। পানীয় জল অবশ্যই ফিল্টার বা উকুন দেওয়া পানি দিতে হবে। ফেলে রাখা খাবার বা জল এড়াতে হবে।

**৪. উপযুক্ত পোশাক ও শরীর গরম রাখা :** বর্ষার আর্দ্রতায় শিশুর ত্বক পঁচা বা ফাঙ্গাসজনিত রোগ হতে পারে। তাই হালকা, শ্বাস-প্রশ্বাসযোগ্য, দ্রুত শুকনো হওয়া কাপড় পরানো উচিত। রাতে শিশুকে গরম মোড়ানো রাখা দরকার। বিশেষজ্ঞরা বলেন, "শিশুর ঘর তুলনামূলক গরম ও শুষ্ক রাখতে চেষ্টা করুন, কারণ শীতল ও আর্দ্র পরিবেশে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।"

**৫. রোগের লক্ষণগুলোতে সতর্কতা :** জ্বর, কাশি, গলাব্যথা, ডায়রিয়া বা শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নিজে ওষুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। শিশুর জন্য সময়মতো চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**৬. মশা ও পোকামাকড় থেকে রক্ষা :** বর্ষাকালে মশা বংশবৃদ্ধির হার বেড়ে যায়, যা ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই শিশুকে মশারি দিয়ে ঘুম করান এবং নিরাপদ মশারি ক্রিম ব্যবহার করুন। ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

**৭. খেলাধুলায় সতর্কতা :** বর্ষার দিনে জলে পঁচা এলাকা থেকে শিশুদের দূরে রাখুন। ময়লা জল বা বৃষ্টির পানিতে বেশি খেলা না করানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। এতে ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস সংক্রমণের ঝুঁকি কমে।

**উপসংহার :** বর্ষাকালে শিশুদের সুস্থ ও নিরাপদ রাখতে এই নিয়মগুলো মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক পরিচর্যা ও দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুদের অসুস্থতা থেকে রক্ষা করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া সবসময় জরুরি, বিশেষ করে যেকোনো অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে।

## তথ্য-প্রযুক্তি

*[৩৮ পৃষ্ঠার পর]*

# স্মার্টফোন সুরক্ষিত রাখার সহজ উপায়

বর্তমান সময়ে স্মার্টফোন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যক্তিগত ছবি, গুরুত্বপূর্ণ নথি, ব্যাংকিং তথ্য –সবই এই যন্ত্রে সঞ্চিত থাকে। কিন্তু একটু অসতর্কতায় এসব তথ্য চলে যেতে পারে হ্যাকার বা প্রতারকের হাতে। তাই স্মার্টফোন ব্যবহারে সচেতনতা ও নিরাপত্তা খুবই জরুরি। চলুন জেনে নেই কিছু সহজ কিন্তু কার্যকর উপায়, যা আপনার স্মার্টফোনকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে।

**শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন :** ফোনের লক স্ক্রিনে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড, PIN, প্যাটার্ন অথবা বায়োমেট্রিক সুরক্ষা (ফিঙ্গারপ্রিন্ট/ফেস আইডি) ব্যবহার করুন। ফোন যেন সহজে আনলক করা না যায়, তা নিশ্চিত করুন।

**অ্যাপস ডাউনলোডে সচেতনতা :** শুধুমাত্র Google Play Store বা Apple Aps Store থেকে অ্যাপস ডাউনলোড করুন। অজানা উৎস থেকে ইনস্টলেশন বন্ধ রাখতে "Settings > Security" অপশনে গিয়ে "Unknown Sources" অপশনটি বন্ধ রাখুন।

**নিয়মিত সফটওয়্যার আপডেট :** অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যাপস নিয়মিত আপডেট দিন। এতে নিরাপত্তা বিষয়ক ত্রুটি (বাগ) দূর হয় এবং নতুন সুরক্ষা ফিচার যুক্ত হয়।

**অ্যাপ পারমিশন পর্যালোচনা :** প্রতিটি অ্যাপ কী কী তথ্য ও সুবিধায় অ্যাক্সেস নিচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন ছাড়া মাইক্রোফোন, ক্যামেরা, লোকেশন ইত্যাদির অনুমতি বন্ধ রাখুন।

**পাবলিক Wi-Fi ব্যবহারে সতর্কতা :** ফ্রি Wi-Fi ব্যবহারের সময় ব্যাংকিং বা ব্যক্তিগত লেনদেন এড়িয়ে চলুন। সম্ভব হলে ভিপিএন (VPN) ব্যবহার করুন, যা আপনার ইন্টারনেট সংযোগ এনক্রিপ্ট করে রাখে।

**"Find My Device" ফিচার চালু রাখুন :** অ্যান্ড্রয়েড বা আইফোন ব্যবহারকারীরা যথাক্রমে "Google Find My Device" বা "Apple Find My iPhone" ফিচারটি সক্রিয় রাখুন। ফোন হারালে এর মাধ্যমে লোক করা বা দূর থেকে ডেটা মুছে ফেলা সম্ভব হয়।

**নিরাপত্তা অ্যাপ ব্যবহার :** বিশ্বস্ত অ্যান্টিভাইরাস বা নিরাপত্তা অ্যাপ ব্যবহার করে ফোন স্ক্যান ও নিরাপদ রাখুন। Bitdefender, Norton, Kaspersky ইত্যাদি ভালো বিকল্প হতে পারে।

**অটো-লক ও দূরবর্তী ডেটা মুছুন :** এক নির্দিষ্ট সময় পর যেন ফোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে যায়, সে ব্যবস্থা রাখুন। প্রয়োজনে দূর থেকে ফোনের ডেটা মুছে ফেলার সেটিং সক্রিয় রাখুন।

**শেষ কথা :** একটি স্মার্টফোন যতই দামী বা আধুনিক হোক, যদি নিরাপত্তা না থাকে, তবে সেটি বড় ধরনের ঝুঁকির কারণ হতে পারে। একটু সচেতনতা আপনাকে বিপদ থেকে দূরে রাখতে পারে। প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা চর্চাও হোক আরও আধুনিক।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ১৬ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৯ যিলহাজ্জ- ১৪৪৬ হি.

## প্রচ্ছদ রচনা

# ইস্ট লন্ডন মসজিদ : ব্রিটেনে ইসলামের দীপ্ত প্রতীক

**–আবু ফাইয়ায জি. রহমান**

লন্ডনের বহুজাতিক ও বহুধর্মের রাজধানী এলাকায়, হোয়াইটচ্যাপেলে এক অনন্য স্থাপনা– ইস্ট লন্ডন মসজিদ, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি শুধু নামাযের স্থান নয়; বরং ব্রিটেনে বসবাসকারী মুসলিম, বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের আত্মপরিচয়ের এক উজ্জ্বল চিহ্ন। ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার এক জীবন্ত কেন্দ্র হিসেবে এই মসজিদ কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

**শিকড় থেকে শিখরে– শতবর্ষের এক যাত্রা :** ইস্ট লন্ডন মসজিদের যাত্রা শুরু হয় ১৯১০ সালে, এক ছোট ঘরে মুসলিমরা প্রথম জামা'আত শুরু করেছিল। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি সম্প্রসারিত হয়, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত অভিবাসীদের প্রচেষ্টায়। ১৯৮৫ সালে নির্মিত হয় বর্তমান ভবনটি, যা আধুনিক ইসলামিক স্থাপত্যের একটি গর্বের নিদর্শন। মিনার ও গম্বুজসহ ব্রিটেনে নির্মিত প্রথম মসজিদগুলোর অন্যতম এটি।

আজকের দিনে এটি ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির, বিশেষ করে সিলেটি জনগোষ্ঠীর, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

**স্থাপত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেল :** ইস্ট লন্ডন মসজিদের সৌন্দর্য কেবল তার উচ্চ মিনার ও বিশাল গম্বুজেই সীমাবদ্ধ নয়। এতে আরবি ক্যালিগ্রাফি ও জ্যামিতিক অলংকরণ স্থান পেয়েছে নিপুণভাবে। প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের ব্যবস্থা ও নারী-পুরুষের জন্য পৃথক নামাযের স্থান এটিকে লন্ডনের এক সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছে।

**ধর্মীয় কার্যক্রমে প্রাণবন্ত রূহানিয়াত :** প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায থেকে শুরু করে শুক্রবারের জুমু'আহ্, ঈদ ও রমাযানের তারাবিহ –সব মিলিয়ে মসজিদটি জীবন্ত এক ধর্মীয় কেন্দ্র। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় খুতবাহ্ ও শিক্ষামূলক আলোচনা চলে, যাতে কমিউনিটির সব সদস্য উপকৃত হন। রমাযানে ইফতার, সেহরি, কিয়ামুল লাইল ও দু'আর মাহফিল মসজিদটিকে আলোকিত করে।

**আলোকবর্তিকা শিক্ষার কেন্দ্র :** লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সঙ্গে সংযুক্ত ইস্ট লন্ডন মসজিদ ইসলামিক শিক্ষার আধুনিক ও ব্যাপক কেন্দ্র। হিফযুল কুরআন থেকে শুরু করে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, নতুন মুসলমানদের রিভার্ট ক্লাস এবং GCSE ও A-Level প্রস্তুতি –সবই এখানে চলে। এছাড়া ভাষা, আইটি এবং ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রদান করা হয়, যা শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক দক্ষতাও বৃদ্ধি করে।

**সমাজসেবা ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি :** ইস্ট লন্ডন মসজিদ স্থানীয় সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সহায়তায় উৎসাহী। খাদ্য বিতরণ, রক্তদান ক্যাম্প, গৃহহীনদের সহায়তা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে এটি ব্রিটেনের বহুত্ববাদী সমাজে এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে।

**মরিয়ম সেন্টার– নারীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও শিক্ষা :** মরিয়ম সেন্টার নারীদের জন্য একটি নিরাপদ স্থান, যেখানে তারা নিজের মেধা, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে। এখানে আলাদা নামাযঘর, কুরআনের তাফসীর, হাদীস ও 'আক্বিদাহ্ শেখানো হয়। সেলাই, কম্পিউটার, ভাষা শিক্ষা ও নেতৃত্ব গঠনের ওয়ার্কশপ নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রেখে নিয়মিত সেমিনার, মেডিকেল ক্যাম্প ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। ছোট শিশুদের জন্য রয়েছে সুরক্ষিত প্লে-Grea ও ইসলামিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

মরিয়ম সেন্টার শুধু মুসলিম নারীদের নয়, সব ধর্মের নারীদের জন্য উন্মুক্ত। নন-মুসলিম নারীদের জন্য ইসলাম পরিচিতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওয়ার্কশপ আয়োজিত হয়।

**লন্ডন মুসলিম সেন্টার– সমাজ, শিক্ষা ও সেবার আলোকবর্তিকা :** ২০০৪ সালে ইস্ট লন্ডন মসজিদের সম্প্রসারণ হিসেবে যাত্রা শুরু লন্ডন মুসলিম সেন্টার দ্রুত হয়ে উঠেছে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ও সামাজিক সহায়তার মূল আস্তানা। কুরআনের তাফসীর, ইসলামিক লেকচার ও দা'ওয়াহ প্রোগ্রাম এখানকার নিয়মিত অংশ।

বিবাহ নিবন্ধন, দাম্পত্য পরামর্শ, জানাযার সেবা থেকে শুরু করে ইমিগ্রেশন, হাউজিং ও আইনি সহায়তা –সবই এখানে পাওয়া যায়। নারী ও তরুণদের বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, আত্মউন্নয়ন কর্মশালা, স্কাউটিং, খেলাধুলা ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ চলে নিয়মিত।

দাতব্য উদ্যোগের মাধ্যমে গৃহহীন, দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ায় সেন্টার। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ইভেন্ট হলো ও সম্মেলন পরিসর রয়েছে যা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ব্যবহার হয়।

**উপসংহার :** ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও এর সম্প্রসারিত প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু নামাযের স্থান নয়; বরং ব্রিটিশ মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সেবা ও ঐক্যের এক প্রাণবন্ত কেন্দ্র। এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান ও রূহানিয়াতের আলো ছড়িয়ে দিয়ে সমাজে মানবিক মূল্যবোধের স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তুলছে। ☒

সূচীপত্র



কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

# দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (জুন-২০২৫ ঈসায়ী)

| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ‘ঈশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ০৩ : ৪৫ | ০৫ : ১১ | ১১ : ৫৭ | ০৩ : ১৬ | ০৬ : ৪২ | ০৮ : ০৮ |
| ০২ | ০৩ : ৪৫ | ০৫ : ১১ | ১১ : ৫৭ | ০৩ : ১৬ | ০৬ : ৪২ | ০৮ : ০৯ |
| ০৩ | ০৩ : ৪৫ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৭ | ০৩ : ১৬ | ০৬ : ৪৩ | ০৮ : ০৯ |
| ০৪ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৭ | ০৩ : ১৬ | ০৬ : ৪৩ | ০৮ : ১০ |
| ০৫ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৭ | ০৩ : ১৬ | ০৬ : ৪৪ | ০৮ : ১১ |
| ০৬ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৮ | ০৩ : ১৬ | ০৬ : ৪৪ | ০৮ : ১১ |
| ০৭ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৮ | ০৩ : ১৭ | ০৬ : ৪৪ | ০৮ : ১২ |
| ০৮ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৮ | ০৩ : ১৭ | ০৬ : ৪৫ | ০৮ : ১২ |
| ০৯ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৮ | ০৩ : ১৭ | ০৬ : ৪৫ | ০৮ : ১২ |
| ১০ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৮ | ০৩ : ১৭ | ০৬ : ৪৬ | ০৮ : ১৩ |
| ১১ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৯ | ০৩ : ১৭ | ০৬ : ৪৬ | ০৮ : ১৩ |
| ১২ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৯ | ০৩ : ১৭ | ০৬ : ৪৬ | ০৮ : ১৪ |
| ১৩ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১০ | ১১ : ৫৯ | ০৩ : ১৭ | ০৬ : ৪৭ | ০৮ : ১৪ |
| ১৪ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১১ | ১১ : ৫৯ | ০৩ : ১৭ | ০৬ : ৪৭ | ০৮ : ১৪ |
| ১৫ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১১ | ১১ : ৫৯ | ০৩ : ১৮ | ০৬ : ৪৭ | ০৮ : ১৫ |
| ১৬ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১১ | ১২ : ০০ | ০৩ : ১৮ | ০৬ : ৪৭ | ০৮ : ১৫ |
| ১৭ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১১ | ১২ : ০০ | ০৩ : ১৮ | ০৬ : ৪৮ | ০৮ : ১৫ |
| ১৮ | ০৩ : ৪৪ | ০৫ : ১১ | ১২ : ০০ | ০৩ : ১৮ | ০৬ : ৪৮ | ০৮ : ১৬ |
| ১৯ | ০৩ : ৪৫ | ০৫ : ১১ | ১২ : ০০ | ০৩ : ১৮ | ০৬ : ৪৮ | ০৮ : ১৬ |
| ২০ | ০৩ : ৪৫ | ০৫ : ১১ | ১২ : ০০ | ০৩ : ১৮ | ০৬ : ৪৮ | ০৮ : ১৬ |
| ২১ | ০৩ : ৪৫ | ০৫ : ১২ | ১২ : ০১ | ০৩ : ১৯ | ০৬ : ৪৯ | ০৮ : ১৬ |
| ২২ | ০৩ : ৪৫ | ০৫ : ১২ | ১২ : ০১ | ০৩ : ১৯ | ০৬ : ৪৯ | ০৮ : ১৭ |
| ২৩ | ০৩ : ৪৬ | ০৫ : ১২ | ১২ : ০১ | ০৩ : ১৯ | ০৬ : ৪৯ | ০৮ : ১৭ |
| ২৪ | ০৩ : ৪৬ | ০৫ : ১২ | ১২ : ০১ | ০৩ : ১৯ | ০৬ : ৪৯ | ০৮ : ১৭ |
| ২৫ | ০৩ : ৪৬ | ০৫ : ১৩ | ১২ : ০২ | ০৩ : ২০ | ০৬ : ৪৯ | ০৮ : ১৭ |
| ২৬ | ০৩ : ৪৬ | ০৫ : ১৩ | ১২ : ০২ | ০৩ : ২০ | ০৬ : ৪৯ | ০৮ : ১৭ |
| ২৭ | ০৩ : ৪৭ | ০৫ : ১৩ | ১২ : ০২ | ০৩ : ২০ | ০৬ : ৫০ | ০৮ : ১৭ |
| ২৮ | ০৩ : ৪৭ | ০৫ : ১৪ | ১২ : ০২ | ০৩ : ২০ | ০৬ : ৫০ | ০৮ : ১৭ |
| ২৯ | ০৩ : ৪৮ | ০৫ : ১৪ | ১২ : ০২ | ০৩ : ২১ | ০৬ : ৫০ | ০৮ : ১৭ |
| ৩০ | ০৩ : ৪৮ | ০৫ : ১৪ | ১২ : ০৩ | ০৩ : ২১ | ০৬ : ৫০ | ০৮ : ১৭ |
| | | | | | | |

সূচীপত্র

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

## হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

### আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
**মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ**
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

HAS

# মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. 25.00


الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

# ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

## ভর্তি চলছে

**Fall Semester 2025**

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

### ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

### মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

### বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাসঃ বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)


প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজঃ ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত